بسم الله الرّحمان الرّحيم

পরম করুনাময় ও দয়ালু আলাহর
নামে শুরু করছি

শাফাআত

লেখকঃ
উস্তাদ সাইয়েদ মোহাম্মদ কাজাভী

অনুবাদঃ
মোঃ সামিউল হক

ISLAMIC SERVICES OFFICE

এই পুস্তকটি আয়াতুলাহ আল উজমা সাইয়েদ
আব্দুল করিম মুসাভি আরদেবেলি অফিসের
সহজোগিতায় প্রকাশিত হল ।

শাফাআত

মূল: شفاعت
লেখক: উস্তাদ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ কাজাভী
অনুবাদ: মোঃ সামিউল হক
সম্পাদনা: মির আশরাফ-উল-আলম
প্রথম প্রকাশ
তারিখ: ২০০৫
সংখ্যা: ১৫০০
প্রকাশক: খেদমতে ইসলামী সংস্থা, কোম, ইরান
ফোন: ০০৯৮৯১২৫৫২৬৭৪৫
ই. মেইল: ισο≅εσηρααθ.ιρ
মূল্য: ৭০ টাকা
প্রকাশক কতৃক সর্ব সত্ত সংরক্ষিত

সূচীপত্র

ভূমিকা ১১
প্রথম অধ্যায় ১৬
শাফাআতের আভিধানিক অর্থ ১৯
শাফাআতের পারিভাষিক সংজ্ঞা ২০
শাফাআতের প্রকার ভেদ ২০
১। বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় শাফাআত. ২১
২। শরিয়তি শাফাআত ২২
৩। আমলের শাফাআত ২৩
উল্লেখিত তিন প্রকার শাফাআতের মধ্যে কোনটি পারিভাষিক শাফাআত বলে গন্য? ২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: শাফাআতের দলিল প্রমাণ..... ২৮
কোরআনের আলোকে শাফাআত..... ৩০
ক- যে সকল আয়াত সমূহ শাফাআতকে প্রত্যাখ্যান করে সেগুলোর পর্যালোচনা। ৩০
খ: যে সব আয়াত শাফাআতের সীকৃতি প্রদান করে।..... ৩৪
গ- যে সকল আয়াত শাফাআতের ইঙ্গিত প্রদান করে।..... ৩৮
হাদীসের আলোকে শাফাআত: ৪৩
মোতাজিলা সম্প্রদায়ের আপত্তি..... ৪৪

মোতাজিলা সম্প্রদায়ের আপত্তি সমূহের জবাব:৪৪
এজমার দৃষ্টিতে শাফাআত ৪৫
বিবেকের বিচারে শাফাআত.....৪৬
শাফাআতের উপকারিতা সম্পর্কে মতামত ৪৮
শাফাআতের উপকারিতা সম্পর্কিত হাদীস.....৪৮
তৃতীয় অধ্যায় ৫১
শাফাআত গুনাহগারদের আজাব অপনোদনের
কারণ ।.....৫৪
বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ৬১
কোরআন হাদীসের যুক্তি ৬১
ক- কোরআনের আয়াত:.....৬১
খ- হাদীস:.....৬২
ফলাফল:.....৬২
চতুর্থ অধ্যায় ৬৫
কখন ও কোথায় শাফাআত করা হবে? ৬৭
১। শাফাআতের সময় হল কেয়ামত এবং স্থান
জাহান্নাম ৬৭
ক- কোরআনের আয়াত সমূহ ৬৭
খ- হাদীসের যুক্তি ৬৮
২। দ্বিতীয় মত: শাফাআতের সময় ও স্থান
(আভিধানিক অর্থে) বারজাখ এবং দুনিয়ায়ও
ঘটে থাকবে।.....৬৯
পঞ্চম অধ্যায়.....৭৩
শাফাআত কারীদের শর্তসমূহ.....৭৫
শাফাআতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ.....৭৮
১। নবী রাসূলগণ:.....৭৮
২। মাসুম ইমামগণ:.....৮৩
৩। হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ).....৮৪
৪। ফেরেশতাদের শাফাআত.....৮৬
ক- কোরআনের দুষ্টিতে ফেরেশতাদের
শাফাআত ৮৭
খ- হাদীসের বর্ণনা মতে ফেরেশতাদের
শাফাআত ৮৮
৫। কোরআনের শাফাআত ৮৮

হাদীসের বর্ণনামতে কোরআনের শাফাআত ৮৯
৬। শহীদ ও আলেমগনের শাফাআত ৯০
৭। প্রতিবেশির শাফাআত ৯০
৮। আমলের শাফাআত ৯০
১- তওবা..... ৯১
২- আমানতদারী ৯১
৩ ও ৪- রোজা ও কোরআন ৯১
৫- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ ৯২
বিশেষ লক্ষ্যনীয়: আমল ও শাফাআত.....৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়.....৯৫
প্রথমতঃ শাফাআত প্রার্থীগণকে ইমানদার হতে হবে। ১০৫
দ্বিতীয়তঃ রাসূলের খান্দানের দুশমন ছিলনা ..১০৬
তৃতীয়তঃ নবীর সন্তানদের কোন রকম কষ্ট দেয়নি। ১০৭
চতুর্থতঃ নামাজের প্রতি অবহেলা করেনি ১০৭
পঞ্চমতঃ নবী রাসূলদের শাফাআতকে অস্বীকার করেনি। ১০৭
ষষ্ঠতঃ প্রতারক ও ধোকাবাজ নয়। ১০৮
সপ্তমতঃ মদখোর নয়। ১০৮
অষ্ঠমতঃ জেনাকারী নয়। ১০৮
সপ্তম অধ্যায় ১১৪
শাফাআত ও ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারণা ১১৪
শাফাআত সম্পর্কে ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারণা সমূহের মূল ১০৮
প্রথম আপত্তি ১০৮
জবাব: ১০৯
দ্বিতীয় আপত্তি: ১০৯
জবাব: ১১০
তৃতীয় আপত্তি: ১১০
জবাব: ১১১
চতুর্থ আপত্তি: ১১২
জবাব: ১১২

পঞ্চম আপত্তি: ১১৪
জবাব: ১১৪
শাফাআত সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের মতামত ... ১১৫
শাফাআতের সম্পর্কে ওহাবী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস পর্যালোচনা ও গবেষনা করার ফলাফল: ১১৬
অষ্টম অধ্যায় ১১৯
শাফাআত সম্পর্কিত আপত্তিমূলক প্রশ্নাদী ও জবাব সমূহ ১১৯
শাফাআত সম্পর্কিত আপত্তিমূলক প্রশ্নাদী ও জবাব সমূহ ১২১
প্রথম প্রশ্ন: ১২১
দ্বিতীয় প্রশ্ন ১২৩
তৃতীয় প্রশ্ন: ১২৩
চতুর্থ প্রশ্ন: ১২৪
পঞ্চম প্রশ্ন.....১২৫
ষষ্ঠ প্রশ্ন:.....১২৫
উপসংহার:.....১২৬
গ্রন্থ পরিচিতি.....১২৭

ভূমিকা

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের প্রতি অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি মানুষকে বিবেক দানের মাধ্যমে অন্যান্য পশু থেকে আলাদা করেছেন। বিবেক হচ্ছে এমন এক ঐশী সম্পদ যার গুরুত্ব পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর মানুষ এই বিবেকের মাধ্যমেই সত্য অনুসন্ধান করতে পেরেছে এবং অসত্য বা ভুল পথকে নির্দিষ্ট করতে।

প্রকৃতপক্ষে কাল কেয়ামতের দিনেও এই বিবেক দিয়েই হিসাব-নিকাশ করা হবে। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন ভাল থেকে মন্দ আর নেকি থেকে ত্রুটিকে আলাদা করার জন্যেই মানুষের মাঝে তা দিয়েছেন। আর এই বিবেকই হচ্ছে সে দিনের ঐ সমস্ত কিছুর ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, দ্বীন ইসলাম অন্যান্য দ্বীনের বিপরীতে পরিপূর্ণ একটি দ্বীন ও ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অন্যান্য দ্বীনের মতই দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণেই মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে একটাই আর তা হল, হাদীসে সাকালাইনের প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। যে হাদীসটি অতি প্রসিদ্ধ ও মুতাওয়াতির সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। তাই যে কেউ এই হাদীসটির মাধ্যমে সত্য পথের ঠিকানা খুজবে, আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করবেন। আর এর বিপরীতে যে কেউ এই হাদীসটির সাথে বিরোধিতা করবে বা ইজতিহাদ করবে অথবা

নফ্সকে তার বিপরীতে স্থান দিবে তারা গোমরাহ্ হয়ে যাবে।

যে বইটি বর্তমানে আপনাদের হাতে আছে তা একজন তাকওয়া সম্পন্ন বিশিষ্ট লেখকের সুদীর্ঘ কষ্টের ফসল। যা তিনি বিবেক সম্মত দলিল ও যুক্তি দিয়ে লিখেছেন। এই বইটি ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যের পথ খুজে পাওয়ার অধিকার আপনাদের রয়েছে। তবে এই বইতে যে সকল দলিল ব্যবহার করা হয়েছে তা অতি উচ্চমানের এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। সর্বোপরি এই বইতে উল্লেখিত প্রতিটি দলিলই হচ্ছে বিবেক সম্মত এবং যা কিছু তার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে তাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনেরও সহানুভূতি থাকে।

মুখবন্ধ

ইসলাম ধর্মের আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে যে বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মতামত পেশ করা হয়েছে এবং যার ফলে ইসলামের মূল ভাব ধারা থেকে তার অর্থ বিচ্যুত হয়েছে তা হল শাফাআত। অথচ যদি এই বিষয়টি ইসলাম ধর্মের মূল উৎস সমূহ হতে গ্রহন করা যায় এবং সত্যিকার অর্থ অনুধাবন করা হয় তাহলে এটা একটা উজ্জল ও স্পষ্ট বিষয়ে পরিনত হবে যা সকলের জন্যই গ্রহন যোগ্য বিষয়ে বিবেচিত হবে। স্পষ্ট ধারনা না থাকার কারণে শাফাআত আমাদের মাঝে বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর তাই শাফাআতের বিষয়টিকে কুফর, গুনাহ ও ... ইত্যাদি বলেও অভিহিত করা হয়।

বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষী ভাই বোনদের মত বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের মাঝেও এ বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনার অভাব পরিলক্ষ্যিত করেছি। এ বইটি বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের উক্ত অভাব পুরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। শুধু তাই নয় এই বইটি মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে দুনিয়া ও আখেরাতের অসংখ্যা মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে। মূলতঃ শাফাআতের মূল বিষয়ে কোন দ্বিধা দন্দ নেই।

ইসলামের সকল মাযহাবের অনুশারিগণই শাফাআতের মূল বিষয়ে একমত। যে বিষয় নিয়ে অনৈক্য পরিলক্ষিত হয় তা শুধুমাত্র শাফা-আতকারীগণদের দৃষ্টান্ত, উপমা এবং খুটিনাটি ও আনুসাঙ্গিক বিষয় সমূহ।

বইটি মূলতঃ একটি ফারসী বই থেকে অনুদিত; অনেক ব্যস্ততার মাঝে এই গুরুদায়িত্বটি পালন করতে সক্ষম হয়েছি, ভুল ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক, আর এজন্য অধম বান্দার প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রাখার জন্য পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রাখছি। অধিকন্তু যদি কেহ সংশোধনিতে মতামত জানিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে থাকেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার ওয়াদা দিচ্ছি।

বইটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সলেশন এণ্ড রিচার্স সেন্টার ইমাম আলী (আঃ) ফাউণ্ডেশন। আশা করছি ভবিষ্যতেও বাংলাভাষা ভাষী ভাইবোনদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে নতুন নতুন বই প্রকাশে সহযোগিতা করবে। কেয়ামতের সেই মহা মুসীবতের সময় আল্লাহ তালা আমাদের জন্য তাঁর শ্রেষ্ট সৃষ্টি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম) কে সেই মাকামে মাহমুদে অধিষ্টিত করুক এবং আমাদেরকে তার শাফাআত নসীব করুক, আমিন।

মোহাম্মদ সামিউল হক
ফোন:০০৮৮-০২-৯৮০১৮৬৫
ইমেইল:samiul66@yahoo.com

প্রথম অধ্যায়

শাফাআতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ
শাফাআতের প্রভাব ও কারণ সমূহ
আমলের প্রতিচ্ছবি ও শাফাআত
পাপ মোচনের জন্য শাফাআত

শাফাআতের আভিধানিক অর্থ

শাফাআত আরবী শব্দ شفع থেকে নেয়া হয়েছে এর অর্থ হল একই প্রকার কোন বস্তুর সাথে অনুরূপ বস্তুর সংযোজন। এবং এই সংযোজনের উদ্দেশ্য হল সাহায্য করা। আর এজন্য অবশ্যই দ্বিতীয় বস্তুটির আবেদন থাকা বাঞ্চনীয়। আর তাই সাধারনত ঊর্দ্ধতন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি নিম্নস্তরের ব্যক্তির জন্য শাফাআত করে থাকে।[১]

شفع বিপরীত শব্দ হল وتر অর্থাৎ একক। আর একটি বস্তুর সাথে অনূরূপ আরেকটি বস্তুর সংযোজন কে সহপাটি, জোড়া "শাফা" বলা হয়।[২]

ইবনে ফারেস বলেন: যে ব্যক্তি শাফাআতের জন্য উদ্দোগী হয়, তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজস্ব শক্তি সামর্থ যথেষ্ট নয়; আর তাই অন্য এক ঊর্দ্ধতম শক্তির সাথে নিজের বন্ধন সৃষ্টি করে এবং নিজস্ব উদ্দেশ্য হাসিল করে।[৩]

المشَّفع শব্দের অর্থ হল; যে ব্যক্তি শাফাআত করলে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, যেমন নবী, রাসূল ও ইমাম (আঃ) গণ।

المشِّفع শব্দের অর্থ হল; যিনি শাফাআত কবুল করেন এবং তিনি হলেন একমাত্র উপাস্য আল্লাহ তালা। شفيع শব্দের অর্থ হল; যে ব্যক্তি শাফাআত করে থাকে (এটা সেফাতে মোশাব্বেহাহ যার অর্থ হবে এসমে ফায়েল)।

شفعاء শব্দটি شفيع শব্দের বহুবচন।

---

[১]। মুফরাদাতে রাগেব, পৃ- ২৬৩।
[২]। আল মঞ্জিদ অভিধান, পৃ- ৩৯৫।
[৩]। শারহে তাজরিদ, পৃ- ২৬২।

শাফাআতের পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইবনে আসির বলেন: শাফাআত হল অতীতের গুনাহ খাতা ও ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করার জন্য আবেদন।[১]

ভূতপূর্ব আলেমগণ শাফাআতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহন করেছেন,[২] এ ব্যাপারে কোন রকম গবেষনা চালাননি। আর পরবর্তী আলেমগনের বিশ্বাস হল: শাফাআত এক প্রকার দোয়া যা আল্লাহতালা কবুল করে থাকেন।

আমাদের মতে, শাফাআত হল কোন বস্তু বা ব্যক্তি অন্য কোন গুনাহগার ব্যক্তির গুনাহ খাতা মাফ করানোর জন্য কিয়ামতের দিনে ওসিলা হওয়া।

আর এর ব্যাখ্যা হল: কোন ব্যক্তি যখন তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজেকে দুর্বল মনে করে। তখন নিজের প্রচেষ্টার সাথে সাথে অন্য এমন এক ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করে যার সেরূপ যোগ্যতা রয়েছে। আর তাই এমন এক ব্যক্তির শাফাআত কামনা করে যিনি আল্লাহ তালার কাছে অতি সম্মানিত এবং যার শাফাআত আল্লাহ তালা কবুল করে থাকেন।

শাফাআতের প্রকার ভেদ

প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই শাফাআত সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন প্রকার শাফাআতের ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে তাই এ বিষয় স্পষ্ট করার জন্য আমরা প্রথমে নানাবিধ

---

[১]। আল নেহায়াতু ফি গারিবুল হাদিস ওয়াল আসার পৃ- ৪৮৫।

[২]। আল নেহায়াতু ফি গারিবুল হাদিস ওয়াল আসার পৃ- ৪৮৫।

শাফাআতের ব্যাখ্যা তুলে ধরবো, অতঃপর শাফাআতের সঠিক ধারণাটি পরিষ্কার করে তুলব।

১। বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় শাফাআত

বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় শাফাআতের প্রভাব রয়েছে।

আল্লামা তাবাতাবাই (রহঃ) এর মতে, শাফাআত নিজেই একটি কারণ এবং শাফাআত প্রার্থী ব্যক্তি ক্ষমা পাওয়ার জন্য নিকটতম উসিলা হিসেবে শাফাআতকারীর আশ্রয় নিয়ে থাকে; এবং অন্যান্য উসিলা সমূহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটিই গ্রহন করে। এবিষয়টিই শাফাআতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[১]

তবে আমরা শাফাআত সম্পর্কে এমন ধারণা পোষন করি যে, আল্লাহ তালা দুই ভাবে শাফাআত কবুল করে থাকেন প্রথমত বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিষয় ও দ্বিতীয়ত শরিয়তি বিষয়।

প্রথম মতে, আল্লাহ তালা সর্ব প্রকার কার্জ কারণ সমূহের উৎস এবং অন্য সব কারণ সমূহ অবশেষে তার কাছেই সমাপ্তি লাভ করে। পবিত্র কোরআন শরিফও এ বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করেছে উদাহরণস্বরূপ:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السماوَاتِ وَ الأَرْض فى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَّ استَوَى عَلى العَرْش يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شفِيعٍ إلا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ

তোমাদের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ তা'লা আসমান ও জমিনকে সাতদিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সৃষ্টির ধারাবাহিকতা আনয়ন করলেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেহই উসিলা হতে পারবেনা (শাফাআত করতে পারে না)।[২]

---

[১]। তাফসীর আল মিজান, খণ্ড- ১, পৃ: ১৫৯, ১৬২।

[২]। সূরা ইউনুস, আয়াত- ৩।

যদিও এ আয়াতটি আসমান ও জমিনের সৃষ্টির প্রতি নির্দেশ করে তবে আমাদের লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হল يدبّر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه এবং তা শাফাআতের মাধ্যমে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে এবং এটাই সত্যিকার কারণ ও উসিলা হিসেবে গন্য হয়।

আমাদের মতে, বিশ্ব জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় শাফাআতের আভিধানিক অর্থ হল ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ সমূহের উসিলা।

২। শরিয়তি শাফাআত

এর অর্থ হল যা বাস্তব জীবনের দায়িত্ব কর্তব্যের ক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। আল্লামা তাবাতাবাই এ বিষয় সম্পর্কে বলেন: শাফাআত কিছু সংখ্যক মানুষ ও ফেরেশতার জন্য নির্ধারিত তবে এজন্য আল্লাহর অনুমতি অত্যাবশ্যকীয় এবং আল্লাহর অনুমতিই শাফাআতের পরিপূর্ণতা দেয়। অর্থাৎ আল্লাহ তালা তার অনুমতি দিয়ে তার কিছু সংখ্যক বান্দাকে কবুল করে নেন, কারণ সমস্ত রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তাঁরই জন্য।

অতএব আল্লাহ তালা তার যে সব বান্দাগণকে এই পদমর্যাদা দান করেছেন তাঁরা আল্লাহ তালার রহমত, ক্ষমা, মাগফেরাত ও অন্যান্য গুনাহবলীর উসিলা ধরে কিছু সংখ্যক গুনাহগার ব্যক্তিকে তার সাথে সংযুক্ত করে এবং যে সকল আযাব ঐ সকল ব্যক্তির প্রাপ্য ছিল তা থেকে ফিরিয়ে আনে। এভাবে সে সকল ব্যক্তি আযাব থেকে মুক্তি পায় ও আযাব ভোগ করতে হয়না। তাই শাফাআতের বিষয়টি আল্লাহরই রাজত্ব ও কর্তৃত্বের শামিল এটা আল্লাহর রাজত্বের কোন বিপরীত বিষয় নয়। আর এ বিষয়টি আল্লার বানী দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

আল্লাহ তালা উক্ত ব্যক্তিদের গুনাহ খাতাকে সওয়াবে পরির্বতন করেন।[১]

মূলত আল্লাহ তালা যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন ও যেকোন আদেশ বলবত করে থাকেন।[২]

শাফাআত সম্পর্কে আল্লামা তাবাতাবাঈর উক্ত ব্যাখ্যা "শাফাআত ও দোয়া করা একই শ্রেনীভূক্ত" আমাদের কাছে গ্রহন যোগ্য।

শর্তসাপেক্ষে দোয়া করলে ক্ষতির সম্ভাবনা ব্যহত করে আল্লাহ তালা তাঁর বান্দার প্রতি কল্যান বর্ষণ করেন। এ রকম ভাবে দোয়া করাই শাফাআতের আভিধানিক অর্থ। আর শাফাআতকারী পাপী বান্দার ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

৩। আমলের শাফাআত

এই প্রকার শাফাআতের ব্যাখ্যায় বলতে হয়:

মানুষ ও তার আমলের মাঝে এ দুনিয়ায় এক ধরনের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্ক কেয়ামতের দিনও বলবৎ থাকবে অর্থাৎ সেদিন এই আমল ভাষ্কর্য (প্রতিকৃতি) হয়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে তার কিছু সংখ্যকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শ্রেয় মনে করছি। يَوْمَ نَدْعُوا كلَّ أُنَاس بِإِمَامِهِمْ [৩]

মোফাসেসরগণ এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তার নেতার সাথে পুনরুত্থান করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কেয়ামতের দিন ফেরাউন তার অনুসারীদের সাথে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে দুনিয়াতেও তাদের নেতা ছিল। নিম্নলিখিত আয়াত এ বিষয়ের সাক্ষ প্রদান করে।

---

[১]। সূরা ফুরকান, আয়াত-৭০।

[২]। তাফসীর আল মিজান, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৬০।

[৩]। সূরা এসরা, আয়াত- ৭১।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ

ফেরাউন কেয়ামতের দিন তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামের আগুন নিক্ষেপ করবে।[১]

এখানে আরবী শব্দ اورد এর প্রতি মনোযোগ দিলে বুঝা যাবে যে, যে ফেরাউন তার গোত্রের জন্য গোমরাহির কারণ হয়ে ছিল সেই আবার কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। ফলাফল এই দাড়ায় যে, যেভাবে সে দুনিয়াতে তাদের অপকর্মের কারণ হয়েছিল কেয়ামতের দিনও সেভাবে জাহান্নামের কারণ হবে।

আমলের প্রতিকৃতি (ভাষ্কর্য) সম্পর্কে কিছু সংখ্যক হাদীসও বর্ণিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ সে সব হাদীস নামাজ পড়া, রোজা রাখা ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি কেয়ামতের দিন মানুষের জন্য ভাষ্কর্য হয়ে দাঁড়াবে ও তার জন্য শাফাআত করবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন কোরআন ও রোজা মানুষের জন্য শাফাআত করবে। রোজা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! তার জন্য শাফাআত করার অনুমতি দাও, কারণ আমি অকে সারাদিনভর খাওয়া ও পানাহার থেকে বিরত রেখেছি এবং কামভাব ও আকাংখ্যা থেকে বিরত রেখেছি। কোরআন বলবে, হে আল্লাহ! তার জন্য শাফাআত করার তৌফিক দাও, কারণ আমি তাকে রাতে ঘুমাতে দেইনি। তখন রোজা ও কোরআন শাফাআত করবে এবং আল্লাহ তালা তাদের শাফাআত কবুল করবেন।[২]

আহলে সুন্নাতের বড় এক আলেম "শেখ তানতাভি" শাফাআত সম্পর্কে বলেন, জেনে নাও, (উদাহরণস্বরূপ), শাফাআতের বীজ, গাছ ও ফল রয়েছে। আর এগুলো হল কেয়ামতের দিনের

---

[১]। সূরা হুদ, আয়াত- ৯৮।

[২]। মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-২, পৃঃ ১৭৪।

নাযাত (আযাব থেকে মুক্তি) পাওয়ার উসিলা। আল্লাহর নবী রাসূল (আঃ) গণ মানুষকে শরিয়তের আহকাম শিক্ষা দিয়ে বীজ বপন করেন। আর মানুষ যদি সে অনুপাতে আমল করে তাহলে ফল লাভের যোগ্যতা অর্জন করে এবং কেয়ামতের দিন সেই ফল (আযাব থেকে মুক্তি) লাভ করে থাকবে। অতএব শাফাআতের শুরু হল শাফাআত সম্পর্কিত জ্ঞান, অতঃপর আমল ও সবশেষে সফলতা ও বেহেশতের উর্ধ্বতম মর্যাদা হল তার ফলাফল।[১]

আমাদের মতে, "আমলের শাফাআত" শাফাআতের এক রকম আভিধানিক অর্থ। আর শাফাআতের পারিভাষিক অর্থ অন্য রকম।

শাফাআতঃ পাপ মোচন অথবা অনুগ্রহ

এ ধরনের শাফাআতে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যস্থতায় গুনাহের ক্ষমা এবং সে ক্ষেত্রে না দেখার ভাব করার শামিল। একে পাপ মোচন অথবা অনুগ্রহ মূলক শাফাআতও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ হল, আল্লাহর নৈকট্যপাপ্ত বান্দাদের মধ্যস্থতায় গুনাহগার বান্দাদের জন্য ক্ষমা অথবা অনুগ্রহ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তালা তাঁর নৈকট্যপাপ্ত বান্দাদের উসিলায় তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত পাপী বান্দাদের (যারা আযাবের উপযোগী ছিল) উপর বর্ষণ করে থাকেন।

এর ব্যাখ্যায় বলতে হয়, আল্লাহ তালা অকল্পনীয় রহমতের মালিক। পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহও এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে, হে পরওয়ার দেগার তোমার অসীম জ্ঞান ও রহমত বিশ্ব জাহানকে ছেয়ে ফেলেছে।[২]

---

[১]। তাফসীর আল জাওয়াহের, খণ্ড-১, পৃঃ ৬৫।
[২]। সূরা গাফের, আয়াত-৭।

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের উসিলায় পাপী বান্দাদের জন্য শাফাআত করা এক রকমের খোদায়ী রহমত বর্ষনের উপায়। তবে এর পেছনে সুক্ষ কারণ ও কারক নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ সে সব পাপী ব্যক্তিদের শাফাআত করতে পারেন যারা শাফাআত পাওয়ার উপযোগী। এর অন্যমত একটা কারণ হল আল্লাহর রহমত।

উল্লেখিত তিন প্রকার শাফাআতের মধ্যে কোনটি পারিভাষিক শাফাআত বলে গন্য?

উপরোক্ত আলোচনার পর বলা যেতে পারে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং কোরআন নাযিলের সময়ে আরব জাতি শাফাআত সম্পর্কে যে ধারনা রাখতো তা হল, অনুগ্রহ মূলকঃ শাফাআত ও পাপমোচন যা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যস্থতায় হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনের শাফাআত সম্পর্কিত আয়াত সমূহ (যেগুলো কেয়ামত দিবসের ইঙ্গিত বহন করে) ঠিক একই প্রকার শাফাআত আর এই আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও মানুষের মাঝে শাফাআত সম্পর্কিত ধারণা ছিল। এবং পবিত্র কোরআনের শাফাআত সম্পর্কিত আয়াত সমূহও যেগুলো হয় শাফাআত কে সত্যায়িত করেছে অথবা প্রত্যাক্ষান করেছে) ঠিক একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ধারনা পূর্ববর্তী মানুষের মাঝে বলবত ছিল এবং কিছু কিছু আয়াত সমূহ শাফাআতের শর্ত ও সীমানা নির্ধারণ করেছে।

মূলতঃ সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে যে, শাফাআতের অর্থ হল সুপারিশকারীর উসিলায় পাপমোচন। ভূতপূর্ব মোফাস্সের ফখরুদ্দীন রাযী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম এর "মাকামে মাহমুদ" প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আহলে

সুন্নতের মতে: পাপ মোচনের জন্য শাফাআত করা হয়ে থাকে। তিনি তার আলোচনায় বলেন যে, আজাব থেকে মুক্তির জন্য মানুষের প্রচেষ্টা উচ্চ মর্যাদা লাভের চেষ্টা ও ভাল কাজের প্রচেষ্টার চেয়ে শ্রেয়তর। কারণ মানুষ যদি পাপ মোচনের চেষ্টা না করে সফলতা ও কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে থাকে তাহলে তাতে তার কোন লাভ হবে না সেই পাপের কারণে তাকেতো জাহান্নামে যেতে হবে। عَسى أن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً محْمُودا অর্থ: অতি শীঘ্রই আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল শাস্তি থেকে পরিত্রাণ।

আমাদের মতে শাফাআতের পারিভাষিক অর্থ হল,কেয়ামতের দিন (আল্লাহ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের উসিলায়) পাপমোচন। পবিত্র মাসুমিন (আঃ) দের থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শাফাআতের

দলিল প্রমাণ

১। কোরআনের আয়াত সমূহ
২। হাদীস সমূহ
৩। এজমা
৪। আক্বল (বিবেক)

কোরআনের আলোকে শাফাআত

ক- যে সকল আয়াত সমূহ শাফাআতকে প্রত্যাখ্যান করে সেগুলোর পর্যালোচনা।

১। يابَنى إسراءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتىَ الَّتى أنْعَمْت عَلَيْكمْ وَ أنى فَضلْتُكُمْ عَلى الْعالَمِينَ وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تجْزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنهَا شفَاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنصرُونَ

ওহে বনিইস্রাইলগণ স্মরণ কর, সেসব নেয়ামতের কথা যে গুলো তোমাদেরকে দান করেছি; এবং তোমাদেরকে বিশ্ব বাসীর উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছি (তোমাদেরকে রাসূল দিয়েছে এবং কিতাব); আর সে দিনকে ভয় কর যে দিন কাউকে অন্য কাহারো পুরষ্কার দেয়া হবে না এবং কারো জন্যে অন্য কারো শাফাআত গ্রহন করা হবে না; এবং কারো প্রতিদান (ক্ষতিপূরণ) অন্য কারোও জন্য গ্রহন করা হবে না এবং সেদিন কোন সাহায্যকারীই থাকবেনা।[১]

২। يـاَبَنى إسرءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتىَ الَّتى أنْعَمْت عَلَيْكمْ وَ أنى فَضلْتُكمْ عَلى الْعَالَمِينَ وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تجْزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنهَا عَدْلٌ وَ لا تَنفَعُهَا شفَاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنصرُونَ[২]

উপরোক্ত দুই আয়াতে যদিও শাফাআত সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণা পেশ করা হয়েছে মূলতঃ তা

---

[১]। সূরা বাকারা, আয়াত- ৪৭, ৪৮।

[২]। সূরা বাকারা, আয়াত- ১২২, ১২৩। পূর্ববর্তী আয়াতের অনুরূপ অর্থ শুধু দুই একটি অর্থের স্থান পরিবর্তন হবে।

শাফাআতের ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেয়ামতে শাফাআত সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উপরোক্ত দুই আয়াতে বনিইস্রাইলদের পোষিত ধারণা (যেহেতু তারা নবী রাসূলদের সন্তান তাই তারা অবশ্যই বেহেশতে যাবে) কে খণ্ডন করা হয়েছে আর তাই বলা হয়েছে তাদের জন্য কোন শাফাআতকারী সে দিন থাকবেন।

৩। وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركُمْ وَ مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاؤُا لَقَد تَّقَطعَ بَيْنَكُمْ وَ ضلَّ عَنكم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُون

(কেয়ামতের দিন বলা হবে) সত্য সত্য তোমরা একে একে সবাই আমার কাছে (হিসাবের জন্য) ফিরে এসেছ ঠিক যেভাবে প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছিলাম তা সবই পিছনে ফেলে রেখে এসেছ। আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শুপারিশ কারীদের দেখছিনা, যাদের সম্পর্কে তোমাদের ভুল ধারণা ছিল যে তারা তোমাদের সাথে (অংশীদার হয়ে) থাকবে। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের কল্পিত দাবী সমূহ উধাও হয়ে গেছে।[১]

এই আয়াতে মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাসকে ধিক্কার দেয়া হয়েছে (তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের এবাদতকৃত মুর্তিগুলো কেয়ামতের দিন তাদের জন্য শাফাআত করবে)।

৪। يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتىَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفَاعَةٌ وَ الْكَفِرُونَ هُمُ الظلِمُون

হে ঈমানদারগণ আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি, তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই দান কর, যে দিন না আছে কোন কেনাকাটা আর না আছে

---

[১]। সূরা আনআম, আয়াত- ৯৪।

কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ (শাফাআত)। আর কাফেররাই হল প্রকৃত জালিম।[১]

এই আয়াত সম্পর্কে কয়েক প্রকার জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথমত: দুনিয়া সৃষ্টির আগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত শক্তি, ক্ষমতা, সম্পদ ও নেয়ামতের সত্যিকার মালিক হল পরওয়ার দেগার আল্লাহ তালা, তিনি সেদিন সমস্ত বাকশক্তি ও কারণ সমূহ বন্ধ করে দিবেন। অতএব এই আয়াত দ্বারা যা বুঝা যায় তা হল যে, শাফাআতের মূলে যা ধারণা করা হয় যেমন, সম্পদ ও শক্তি কেয়ামতের দিন তা বাতিল হয়ে যাবে। অতএব উক্ত আয়াত শাফাআতের মূল বিষয়কে অস্বীকার করেনা বরং শাফাআতের ভুল ধারণাকৃত কারণ সমূহকে অস্বীকার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তালা যদিও এই আয়াতে শাফাআতকে অস্বীকার করেছেন তবে পরবর্তী আয়াতে শাফাআতকে প্রমাণ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে; مَن ذَا الَّذِى يَشفَعُ عِندَهُ إلا بِإِذْنِهِ[২] এমন কে আছে আল্লাহর কাছে শাফাআত করবে তার অনুমতি ব্যতীত।

(তবে) আল্লাহর কাছে তারা শাফাআত করতে পারবে যাদেরকে তিনি অনুমতি দেবেন।

এই আয়াতের উল্লেখিত প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল স্বীকারোক্তি গ্রহন করা। এবং আরবী الا এর অর্থ হল কিন্তু বা অথচ যা উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা দ্বারা বলা হয় যে সেদিন শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতিতেই শাফাআত কারীর সুপারিশ কবুল করা হবে।

তৃতীয়তঃ সার্বিকভাবে শাফাআতকে বাতিল করা হয়নি তবে কিছু কিছু ব্যক্তির শাফাআতকে (সুপারিশ) ব্যতিক্রম করা হয়েছে এবং তাদের জন্য

---

[১]। সূরা বাকারা- ২২৫।

[২]। সূরা বাকারা, আয়াত- ২৫৫।

শাফাআতকে বাতিল করা হয়েছে। এর প্রমাণ আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে هُمُ الظَّلِمُونَ অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের উপর যুলুম করেছে সে কারণে তারা শাফাআতের সুফল ভোগ করবেনা।

গুনাহ খাতা শাফাআতের উসিলায় ক্ষমা করা হবে। এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দারাও প্রমাণিত হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি সে সব গুনাহগার বান্দাদের জন্য শাফাআত করব যারা জালিম ও মুশরিক নয়। [১]

অতএব শাফাআতের উসিলায় আল্লাহর রহমত পেতে হলে অবশ্যই শিরক ও যুলুম করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

সেদিন তাদের জন্য শাফাআত কারীদের সুপারিশ গ্রহন করা হবে না।[২] কারো কারো মতে, এই আয়াত দ্বারা শাফাআতকে অস্বীকার করা হয়েছে কিন্তু তা ঠিক নয়। আল্লামা তাবাতাবাঈর মতে, এই আয়াত শাফাআতের জন্য একটি দলিল স্বরূপ কারণ নিম্নলিখিত দুই প্রকার বাক্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আরবী ধাতু যদি কোন নামের সাথে যুক্ত হয় তাহলে তা সে বিষয়কে (ধাতুকে) স্বীকৃতি দেয়।[৩] মহান আলেম শেখ আব্দুল কাহের এ বাক্য প্রসংঙ্গে বলেন, সংযুক্ত শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি তা অতিরিক্ত শব্দ হতো তাহলে বহু বচনে ব্যবহৃত হতোনা এবং যেহেতু এখানে বহু বচনে ব্যবহৃত হয়েছে তাই তা যুক্তিযুক্ত অর্থ প্রদান করে।[৪]

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃ- ৩৮।
[২]। সূরা মুদ্দাস্‌সের, আয়াত- ৪৮।
[৩]। তাফসীর আল মিজান, খণ্ড-১, পৃঃ ১৬৭।
[৪]। দালায়েলুল এ'জাযুল মিজান, খণ্ড- ১, পৃঃ ১৬৭।

শাফাআত সম্পর্কিত নেতিবাচক (নেগেটিভ) বাক্য সমূহ পর্যালোচনার পর এই ফলাফলে পৌছতে পারি যে, উল্লেখিত আয়াত সমূহ সত্যিকার ভাবে শাফাআতকে অস্বীকার করেনি বরং সে সব আয়াত দ্বারা শাফাআত সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন করা হয়েছে এবং যারা মনে করে যে শাফাআতের জন্য আল্লাহর অনুমতির প্রয়োজন নেই তাদের ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

খঃ যে সব আয়াত শাফাআতের সীকৃতি প্রদান করে।

১। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা যা করে থাকে আল্লাহ তালা সবই জানেন।[১] কোন ব্যক্তিই শাফাআত করতে পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত, আর তারা সর্বদাই আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

যদিও এই আয়াতে প্রথমে সকলের জন্য শাফাআতকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু আয়াতের ধারাবাহিকতায় বলা হয় কিন্তু তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন। আরবী শব্দ الا কে আরবীতে হাসর "حصر" হিসেবে গন্য করা হয় আর যেহেতু এ শব্দটি না বোধক (নেগেটিভ) শব্দের পরে এসেছে তাই আরবী নিয়ম অনুযায়ী নেগেটিভকে অস্বীকার করে মূল বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করে। অতএব উল্লেখিত আয়াত শাফাআতের ইঙ্গিত প্রদান করে।

২ وَ كم مِّن مَّلَكٍ فى السماواتِ لا تُغْنى شفاعَتهُمْ شيْئاً إلا مِن بَعْدِ أن يَأْذنَ اللّهُ لِمَن يَشاءُ وَ يَرْضى

---

[১]। সূরা আনবিয়া, আয়াত- ২৮।

আকাশে কতইনা ফেরেশতা রয়েছে যাদের কোন শাফাআত ফলপ্রসু হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ও যার উপর সন্তুষ্ট থাকেন।[১]

এই আয়াতেও পূর্ববর্তী আয়াতের মত الا নেগেটিভের পরে ব্যবহৃত হয়েছে তাই অনুরূপ অর্থের নির্দেশনা দেয়।

يَوْمَئِذٍ لا تَنفَعُ الشفَاعَةُ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَ رَضِىَ لَهُ قَوْلاً

সেদিন কোন ব্যক্তির শাফাআতই ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ রহমান কাউকে শাফাআতের অনুমতি দেন এবং তার কথায় সন্তুষ্ট হন।[২]

এই আয়াতেও প্রথমে নেগেটিভ বাক্য ও পরে আরেকটি নেগেটিভ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে ফলে মূলতঃ শাফাআতের সত্যতাই প্রকাশ করে। তবে শর্ত হল, আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টি।

তবে উল্লেখিত আয়াতের الشفاعة শব্দটির কারাআত দুই রকম হতে পারে نصب ও رفع আমরা উপরে যে অর্থ করেছি তা رفع এর অর্থ। আল্লামা তাবারসী তার নিজস্ব তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন, উভয় প্রকার কারাআতই বৈধ।[৩] যদি رفع রাফ পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে শাফাআতকে অস্বীকার করেনা তবে শর্ত হল আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন। অন্যদিকে যদি نصب মানসুব পড়া হয় তাহলে অর্থ এরূপ হবে, যে প্রসঙ্গে আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী বলেন আল্লাহর এ বাণীতে الا শব্দ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা শাফাআতের গুরুত্ব বহন করে।[৪]

আমাদের মতামতই ঠিক তাই। তবে শাফাআত প্রাপ্তির জন্য কোন প্রকার অনুমতির প্রয়োজন নেই

---

[১]। সূরা নাজম, আয়াত- ২৬।
[২]। সূরা তাহা, আয়াত-১০৯।
[৩]। তাফসীরে যায়ামেউল জামে, পৃ:২৮৬।
[৪]। মানসুরে জাভিদ, খণ্ড- ৮, পৃ: ৪৯।

তবে যে ব্যক্তি শাফাআত করবে তাকে অবশ্যই আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টি হাসিল করতে হবে।

মূলতঃ (যদি ধরে নেয়া হয় উভয়ের জন্যই আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে তবুও) তা শাফাআতের সত্যতাই প্রমাণ করে।

وَ لا تَنفَعُ الشفَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذِنَ لَهُ

আল্লাহ পাক যাকে অনুমতি দেন সে ব্যতীত তাঁর কাছে অন্য কারো শাফাআতই ফলপ্রসু হবে না।[১]

এই আয়াতেও প্রথমে শাফাআতের ফলাফলকে অস্বীকার করা হয়েছে কিন্তু পরক্ষণেই বলা হয়েছে الا لمن اذن له কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ পাক অনুমতি দিবেন তারা ব্যতীত। কারণ আরবী শব্দ الا যদি নেগেটিভ কোন বাক্যের পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা থেকে পজেটিভ ধারনা প্রমাণিত হয়। তাই এখানে সম্ভবত الا দ্বারা শাফাআত কারীদের বুঝানো হয়েছে যে, একমাত্র তখনই শাফাআত কারীদের সুপারিশ গ্রহন যোগ্য হবে যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে অনুমতি দিবেন।

ঠিক একইভাবে এমনও হতে পারে যে, উক্ত আয়াতে الا দ্বারা শাফাআতকারীকে বুঝানো হয়েছে আর তখন আয়াতের অর্থ হবে; সেই ব্যক্তির জন্য শাফাআত ফলপ্রসু হবে যার সম্পর্কে শাফাআত করতে আল্লাহ পাক অনুমতি দিবেন। মহান আলেম ও মোফাস্সের আল্লামা জামাখশারী দ্বিতীয় মতকে পাধান্য দিয়েছেন কিন্তু আল্লামা তাবাতাবাঈ প্রথম মতকে গ্রহন করে বলেন,

"সকল ফেরেশতারাই শাফাআতের যোগ্যতা রাখে তবে যে কোন বিষয় অথবা যে কোন ব্যক্তির জন্যই তা প্রযোজ্য হবে না শুধুমাত্র যে বিষয়ে আল্লাহ তালা অনুমতি দিবেন, অথবা শুধুমাত্র যে

---

[১]। সূরা সাবা, আয়াত- ২৩।

ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তালা শাফাআত করার অনুমতি দিবেন। অতএব আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের শাফাআতকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু যাদেরকে অনুমতি দিবেন তাদের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না।

আমাদের মতেও উক্ত আয়াত শাফাআত প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য কারণ উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে ব্যক্তি শাফাআত পাওয়ার যোগ্য নয় যদি না আল্লাহ তালা তার উপর সন্তুষ্ট থাকে।

و نسوق المجرمين الى جهنّم ورداً لا يملكون الشفاعة الاّ من اتّخذ عند الرحمن عهدا

এই আয়াতে لا يملكون শব্দের সর্বনাম مجرمين এর প্রতি ফিরে যায়।[১] অর্থাৎ শাফাআত প্রার্থীদের জন্য কোন শাফাআতই ফলপ্রসু হবে না যদিনা তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোন শাফাআতের প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। এই আয়াতে الاّ من اتّخذ عند الرحمن عهداً হাসর শব্দটি শাফাআত প্রার্থীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছ থেকে সুপারিশের প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা শাফাআতের ফলাফল ভোগ করবে। তবে আরবী শব্দ عهداً এর অর্থ হল, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও শেষ নবীর রেসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের মতেও এই আয়াতের উদ্দেশ্য শাফাআত প্রার্থীদের জন্য। কারণ الاّ নেগেটিভের পরে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشفاعَةَ إلا مَن شهدَ بالْحَقّ وَ هُمْ يَعْلَمُون َ

---

[১]। সূরা মারিয়াম, আয়াত- ৮৬, ৮৭।

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পূজা করে তারা শাফাআতের অধিকারী হবে না।[১] কিন্তু যারা স্বীকার করতো ও বিশ্বাস করতো তাদের ক্ষেত্রে শাফাআত প্রযোজ্য হবে (ঈসা, উজাইর ও ফেরেশতাগন)।

পূর্ববতী আয়াতের যুক্তির ভিত্তিতে এই আয়াতও শাফাআতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

গ- যে সকল আয়াত শাফাআতের ইঙ্গিত প্রদান করে।

পূর্বোল্লোখিত ছয়টি আয়াত শাফাআতের স্পষ্ট নির্দেশনা বহন করে কিন্তু পবিত্র কোরআনে আরোও এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলো শাফাআতের ইঙ্গিত প্রদান করে। তার কয়েকটি নিম্নে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।[২]

وَ لَسوْف يُعْطِيك رَبُّك فَتَرْضى

খুব শীঘ্রই তোমার পরওয়ারদেগার তোমাকে (শাফাআতের পদাধিকার) দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে।

শাফাআত করা এক ধরনের সাহায্য করা, আর রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়া সাল্লাম) ও পবিত্র মাসুমিন (আলাইহি সাল্লাম) দের এই ক্ষমতা প্রদান করা, হাজারো দুঃখ, কষ্টের মোকাবেলায় এক প্রকার সহমর্মিতা স্বরূপ।

নিম্নলিখিত হাদীস একথার সত্যতা স্বীকার করে। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) ফাতেমা (আঃ) এর ঘরে প্রবেশ করলেন। ফাতেমার গায়ে ছিল উটের চামড়ার তৈরি আবা, সে অবস্থায় গম ভাঙ্গাচ্ছিলেন এবং একই সাথে তাঁর সন্তানকে

---

[১]। সূরা যুখরুফ, আয়াত- ৮৬।

[২]। সূরা দুহা, আয়াত- ৫।

দুধ পান করাচ্ছিলেন, এ অবস্থা যখন রাসূল (সালালাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসালাম) স্বচক্ষে দেখলেন অশ্রু শিক্ত কণ্ঠে বললেন, ওহে কন্যা, আখেরাতের পুরষ্কারের আশায় দুনিয়ার এহেন কষ্ট সহ্য করে যাও, কারণ এমন সুসংবাদ আমাকে দেয়া হয়েছে।"

এই আয়াত ও শাফাআতের ইঙ্গিত প্রদান করে, অর্থাৎ (শাফাআতের উসিলায়) ক্ষমা রাসূল (সালালাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসালাম) এর সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। ইমাম সাদিক (আঃ) এ ব্যাপারে বলেন:[১] আমার পূর্ব পুরুষ "রাসূলুল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়া সাল্লাম) এর কামনা হল আল্লাহর ইবাদতকারী কোন ব্যক্তি যাতে জাহান্নামে অবশিষ্ট্য না থাকে।

উপরের আয়াত ক্ষমা ও দান সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়, শাফাআত ক্ষমারই একটি দৃষ্টান্ত।[২]

বাশার ইবনে শারিহ বাসরি: ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম; কোরআনের কোন আয়াতটি সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক? ইমাম প্রশ্ন করলেন: তোমার গোত্রের এ ব্যাপারে মতামত কি? বললাম: আমার গোত্রের ধারনা আয়াতে তওবা ((ওহে লোক সকল গুনাহকারীগণ)) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, এবং তওবা সহকারে আল্লাহর দরবারে ফিরে যাও।

ইমাম: তোমরা যা বল আমরা আহলে বাইত তা বলিনা। তাহলে আপনারা কী বলেন? و لسوف يعطيك ربّك فترضى (এই আয়াতের উদ্দেশ্যে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কে যা দান করা হয়েছে তা হল শাফাআত, আল্লাহর কসম তা হল শাফাআত, আল্লাহর কসম তা হল শাফাআত।

এই আয়াতটি সূরা তওবার সে আয়াতের চেয়ে অধিক আশা ব্যঞ্জক কারণ সূরা তওবার সে

---

[১]। আমালী সাদুক, আল মিজান, খণ্ড- ১, পৃ: ১৭৭।
[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃ- ৫৭।

আয়াতটিতে ক্ষমার জন্য তওবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ولسوف يعطيك ربّك فترضى কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং দান করা হয়েছে অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যাকে খুশি শাফাআত করতে পারবেন। অতএব আল্লাহ তালা যেখানে বলেছেন আমি সার্বিক ভাবে রহমত বর্ষণ করব তা অত্যধিক আশাব্যঞ্জনার কারণ হতে পারে।

عَسى أن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً محْمُوداً

খুবই সন্নিকটে আল্লাহ তালা তোমাকে মাকামে মাহমুদে (শাফাআতকারীর পদে) অধিষ্ঠিত করবেন।[১]

এই আয়াতেও স্পষ্টভাবে শাফাআতের কথা বলা হয়নি বরং তার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। অসংখ্য রেওআত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উক্ত আয়াতের مقاماً محمودا দ্বারা ঠিক শাফাআতের কথাই বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সেটা এমন পদ যার বদৌলতে আমার উম্মতকে শাফাআত করতে পারব।[২]

প্রসিদ্ধ মোফাস্সের ফখরুদ্দীন রাযী এ প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত থেকে ক্ষমা পাওয়ার উসিলা হল তার শাফাআত। তিনি বলেন উক্ত আয়াত শাফাআত সম্পর্কে স্পষ্ট ও শক্তিশালী ইঙ্গিত প্রদান করে।[৩]

অন্য এক মোফাস্সের বেইজাভী বলেন, প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত হল মাকামে মাহামুদ হল সেই মাকামে

---

[১]। সূরা বনিইস্রাইল, আয়াত- ৭৯, সূরা এসরাং আয়াত- ৭৯।
[২]। মসনদে আহমাদ, খণ্ড- ২, পৃ- ৫২৮। সুনানে তিরনিজি ৪/ ৩৬৫।
[৩]। তাফসীরে ফাখরে রাযী, খণ্ড- ২১, পৃ: ৩১।

শাফাআত। কারণ আবু হুরায়রা হযরত মুহাম্মদ (সাল-ালাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসালাম) এর কাছ থেকে রেওআয়াত করেছেন যে, মাকামে মাহমুদ সেই পদ যার বদৌলতে আমি আমার উম্মতকে শাফাআত করতে পারবো। হাদীসে বলা হয়েছে যে, সেদিন মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে তাঁর (রাসূলের) প্রশংসা করবেন। এটাও শাফাআতের ইঙ্গিত প্রদান করে। এবং তা শাফাআত ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না।[১]

শেখ তাবারসি লিখেছেন: মাকামে মাহামুদ এর ব্যাপারে সমস্ত মোফাসসেরগণ এজমা করেছেন।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ পর্যালোচনার পর আমরা যে উপসংহারে পৌছতে পারি:

১। কোরআনের আয়াত সমূহ শাফাআতের ঘোষণা প্রদান করে কিন্তু মূল শাফাআত কারী স্বয়ং আল্লাহ তালা নিজে তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে অন্যরাও শাফাআতের ক্ষমতা পাবেন।

২। কোরআনের আয়াত শাফাআতের স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে কিন্তু শাফাআতকারী ও শাফাআতের অধিকারী কারা হবেন সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেনি।

---

[১]। তাফসীরে বেইজাভী, খণ্ড- ৩, পৃ: ২০৯।

হাদীসের আলোকে শাফাআতঃ

শাফাআত সম্পর্কিত আরেক প্রকার দলিল হল, পবিত্র ইমাম (আঃ) দের কাছ থেকে প্রাপ্ত হাদীস সমূহ শাফাআতের স্পষ্ট দিক নির্দেশনার মূল এরূপ হাদীসের সংখ্যা এত বেশি যে তাওয়াতোরের পর্যায়ে পৌঁছেছে।[১]

আল্লামা তাবাতাবাঈ এ সম্পর্কে বলেন, "কেয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতের অধিকার সম্পর্কিত যে সকল হাদীস (শিয়া ও সুন্নীদের হাদীস গ্রন্থ সমূহে) বর্ণিত হয়েছে সব মিলে তাওয়াতোরের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মোফাস্‌সিরে কোরআন ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ

শাফাআত সম্পর্কিত হাদীস সমূহ যদিও এক এক জন ব্যক্তির দ্বারা বর্ণিত হয়েছে তথাপি তাদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সেগুলোর মধ্যে মোটামোটি একই বিষয় (শাফাআত) বর্ণিত হয়েছে। অতএব সেগুলো একই বিষয়ের বর্ণনা দেয়। তাই সেগুলোকে রেওআয়াতে মোতাওয়াতের

---

[১]। তাফসীর আল মিজান, খণ্ড-১, পৃঃ ১৮, ২, ১৮৩।

বলা যাবে। অতএব উক্ত হাদীস সমূহ অবশ্যই হুজ্জাত (দলিল ও প্রমাণ)।[১]

মোতাজিলা সম্প্রদায়ের আপত্তি

মোতাজিলা সম্প্রদায় উপরে বর্ণিত হাদীসের উপর আপত্তি পেশ করেছে তাদের দলিল নিম্নরূপ

১। উক্ত হাদীস গুলো এতই দীর্ঘতম যে সত্যিকার ভাবে তা সংরক্ষণ করে এপর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। সম্ভবত রাবী উক্ত হাদীস সমূহ নিজের ইচ্ছা মত বর্ণনা করেছে। তাই সেগুলো সত্যিকার হাদীস নয়।

২। শাফাআত সকলের সম্মতিক্রমের ঘটনা কিন্তু বর্ণিত হাদীস সমূহ বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে।

৩। বর্ণিত হাদীস গুলো কোরআনের আয়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ।

৪। একক খবর যদি নিশ্চিত ফলাফল না দেয় তাহলে গ্রহন যোগ্যতা রাখেনা।

৫। শাফাআত একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এটার উদ্দেশ্যও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, অতএব যদি রেওআয়াত সঠিক হতে হয় তাহলে অবশ্যই তা তাওয়াতোরের পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। কিন্তু উক্ত হাদীস সে পর্যায়ে পৌঁছেনি তাই তা নির্ভুল হতে পারেনা।

মোতাজিলা সম্প্রদায়ের আপত্তি সমূহের জবাবঃ

চারটি পর্যায়ে তাদের আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া যেতে পারে।

১। যদিও উক্ত রেওয়ায়াত সমূহ একক খবর হিসেবে এসেছে কিন্তু তাদের সংখ্যা অগণিত।

---

[১]। তাফসীর ফখরুদ্দীন রাযী, খণ্ড- ৩, পৃ- ৬৪, ৬৫।

২। উক্ত রেওয়ায়াত সমূহের মধ্যে একটা নিখুত সম্পর্ক বিদ্যমান।

৩। অতএব উক্ত রেওআয়াত সমূহ তাওয়াতোরের পর্যায়ে পরিগণিত।

৪। আর যে রেওয়ায়াত তাওয়াতোরের পর্যায়ে পৌঁছে হুজ্জাত ও দলিল হিসেবে প্রযুক্ত।

অধিকন্তু উক্ত রেওয়ায়াত সমূহ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের সাথে কোন বিরোধ নেই বরং কোরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের অন্যান্য আপত্তি সমূহ যুক্তিযুক্ত নয় বলে জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করছিনা।

এজমার দৃষ্টিতে শাফাআত

শিয়া ও সুন্নী সর্বপ্রকার আলেমদের ঐক্যবদ্ধ এজমার দ্বারাও শাফাআত স্বীকৃত হয়েছে। বড় বড় তিন জন আলেমের সিকৃতি এখানে উল্লেখ করব।

১। খাজা নাসিরউদ্দীন তুসী:

والاجماع على الشفاعة [১]

শাফাআতের জন্য আলেমগণ এজমা করেছেন।

২। আল্লামা হিল্লি: [২] اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআত করার ব্যাপারে আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ মত দিয়েছেন।

৩। শেখ তাবারসী:

اجمع المفسرين على ان المقام المحمود هو مقام الشفاعة

মোফাস্সেসগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য যে, মাকামে মাহামুদ অর্থাৎ মাকামে শাফাআত।[৩]

পরিশেষে যে বিষয়টি উল্লেখ করব তা হল গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মাযহাবের অনুসারী

---

[১]। কাশফুল মুরাদ, পৃ: ৪১৬।

[২]। কাশফুল মুরাদ, পৃ: ৪১৬।

[৩]। মাজমাউল বায়ান, খণ্ড ২, পৃ- ৪৩৫।

মুসলমানগণ শাফাআতের মূল বিষয়ের ব্যাপারে একমত। মোতাজিলা সম্প্রদায়ও শাফাআতকে স্বীকার করে বলে থাকেন: শাফাআত একটি উচ্চ মর্যাদাশীল পদ। ওহাবী সম্প্রদায় ও শাফাআতকে স্বীকার করে থাকে, তবে তাদের বিশ্বাস হল শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই শাফাআতের প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে শাফাআতের প্রার্থনা করা শিরকের সমতুল্য।

বিবেকের বিচারে শাফাআত

বিবেকের মাধ্যমে শাফাআত প্রমাণ করার জন্য চারটি ধাপ উল্লেখ যোগ্য।

১। আল্লাহ তালা তার বান্দার প্রতি দয়াশীল এবং তাঁর রহমত আযাবের চেয়ে অগ্রবর্তী।

২। যেহেতু মানুষ আল্লাহর ক্ষমা (করার ক্ষমতা) কে মেনে নিয়েছে, অতএব বিবেক বলে শাফাআত ও ক্ষমা ঘটমান বিষয়।

৩। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর রহমত তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছতে হলে উসিলা থাকা আবশ্যকীয় যা উভয়ের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোন বন্ধন (বা শিকল) নেই, তাই আল্লাহ তালা বলেন, ليس كمثله شيء তাঁর (আল্লাহর) মত অনুরূপ কোর কিছুই নেই।

৪। আর এ দুয়ের সৃষ্ট উসিলা উভয়ের সাথে এক প্রকার সামন্জস্য থাকতে হবে, কারণ যদি আল্লাহর সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তার আবেদন কবুল হওয়ার নয়, অপর দিকে যদি বান্দার (শাফাআত প্রার্থীর) সাথে তাঁর সম্পর্ক না থাকে তাহলে তাকে শাফাআত করতে পারবেনা।

আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব চরাচরের নিয়ম অনুযায়ী বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক সকল ক্রিয়াকর্মের জন্য এক বা একাধিক উসিলার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রেরিত হয়।

অতএব আল্লাহর ক্ষমা ও মাগফেরাত পাওয়ার জন্য উসিলা থাকা বাঞ্ছনীয়।

একটি প্রশ্ন: বিবেক কি শাফাআতকে স্বীকৃতি দেয়? এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আয়াতুল্লাহ মাকারেম শিরাজীর মত হল, "প্রশিক্ষণ বিষয়াদীর ক্ষেত্রে বিবেকের বিচার হল, শাফাআত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং মানুষকে সফল হতে হলে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে গঠন করতে হবে এবং এ জন্য একজন শাফাআতকারী অত্যাবশ্যকীয়। অতএব বিবেক শাফাআতকে স্বীকৃতি দেয়।"

আমাদের মতে; বিবেক আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনে শাফাআতের স্বীকৃতি দেয় কারণ যদি এই সম্বন্ধ ও উসিলা না থাকতো তাহলে ঊর্ধআকাশ থেকে রহমতের ধারা পৃথিবীতে আসতোনা। তবে বিবেক শাফাআতের পারিভাষিক অর্থকে স্বীকৃতি দেয়না, শুধুমাত্র শাফাআতের সম্ভবনাকে স্বীকৃতি দেয়। এ ব্যাপারে কাজী আইয়াজ বলেন: আহলে সুন্নাতের অনুসারীগণ বিবেকের বিচারে শাফাআতকে জায়েয মনে করেন এবং কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে শাফাআতকে ওয়াজিব মনে করে থাকেন।[১]

ফলাফল: বিবেক সরাসরি শাফাআতকে স্বীকৃতি দেয় না তবে শাফাআতকারীদের উসিলায় গুনাহগার ব্যক্তিদের গুনাহ মাফের ঘটনা কুরআন ও হাদীস ও শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য বিষয়। শাফাআতের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীস নিখুত তথ্য প্রদান করে। কিন্তু বিবেক শাফাআতকে জায়েয বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

---

[১]। সহীক মুসলিম এর ব্যাখ্যা, খণ্ড- ৩, পৃ: ৫৭।

শাফাআতের উপকারিতা সম্পর্কে মতামত

মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায় শাফাআতের ফলাফল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করবো:

১। শাফাআত শুধুমাত্র মুমিন মুসলমানদের সওয়াব ও পুরষ্কার বৃদ্ধিতে কার্যকর হয়।

২। যে সকল ব্যক্তি আজাব প্রাপ্তির উপযুক্ত শাফাআত শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৩। শাফাআত উপরোক্ত দুটি মতের উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শাফাআতের উপকারিতা সম্পর্কিত হাদীস

১। সাইদ উদ্দীন তাফতাজানী বলেন,

"মোতাজিলাদের মতে, শাফাআত শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা সওয়াবের অধিকারী, এবং শাফাআতের কারণে তাদের সওয়াব বৃদ্ধি পায় যা তাদের প্রাপ্য ছিলনা।[১]

২। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন,

"আদি যুগ থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতের প্রয়োজন হবেনা।"[২]

৩। আবু আইমান ইমাম কাজেম (আঃ) এর বাড়িতে প্রবেশ করে বললেন, ওহে আবু জাফর! আপনি মানুষকে অহঙ্কারী করে তুলছেন (কারণ মানুষকে শাফাআতের ওয়াদা দিচ্ছেন) তাদেরকে বলে থাকেন মুহাম্মদের শাফাআত, মুহাম্মদদের শাফাআত!

---

[১]। শারহুল মাকাসিদ, খণ্ড- ৫, পৃ: ১৫৭।
[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃ: ৪২।

ইমাম কাজেম (আঃ) এতই রাগান্বিত হলেন যে, চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন,

"তোমার জন্য দুঃখ হয়,[১] ওহে আবু আইমান; তুমি যে হারাম খাওয়া থেকে তোমার পেটকে বিরত রেখেছ কামভাব থেকে নিজেকে বিরত রেখেছ তাই বলে অহঙ্কারী হয়েছো? যদি তুমি কেয়ামতের কঠিন মুসিবতের বিষয় অনুধাবন করতে পারতে তাহলে মুহাম্মদের শাফাআতের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে। আফসোস তোমার জন্য, তুমি কি মনে কর সেদিন যে ব্যক্তি আযাবের উপযোগী তাকে ছাড়া তিনি অন্য কাউকে শাফাআত করবেন?

অতঃপর বলেন: আদী যুগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি থাকবেনা, যার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআত প্রয়োজন হবেনা।"

ইমাম রেজা (আঃ) বলেন, "যখনই আল্লাহর কাছে কোন আবেদন করবে,[২] বল: আমি তোমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এবং আলী (আঃ) এর কসম দিয়ে ডাকছি নিশ্চয় এই দু'ব্যক্তি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ পদ ও সম্মানের অধিকারী।

কেয়ামতের দিন এমন কোন বাদশা, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি, নবী রাসূল ও মুমিন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবেনা যাদের জন্য এ দু'ব্যক্তির শাফাআত তাদের প্রয়োজন হবে না।"

উপরে বর্ণিত চারটি হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে সকল ব্যক্তি কোন গুনাহ করেনি যেমন, ফেরেশতাগণ, নবী রাসূল, মুমিন ও সালেহ ব্যক্তি বর্গ তাঁদেরও শাফাআতের প্রয়োজন হবে। যদিও এদের শাফাআতের বিষয় অকল্পনীয় তবে তাঁদের পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হলে অকল্পনীয় নয়। কারণ, তাঁরাতো কোন গুনাহ করেনি যে, সে কারণে শাফাআত করা প্রয়োজন হবে।

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃ: ৩৮।
[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃ: ৫৯।

অতএব এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তাঁদের ব্যাপারে যে শাফাআত করা হবে তা শাফাআতের পারিভাষিক অর্থে নয় বরং তার অর্থ হল আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উসিলা ধরা।

তৃতীয় অধ্যায়

শাফাআতের উপকারীতা
গুনাহগারদের আজাব অপনোদন।
মোতাজিলাদের যুক্তি পদও মর্যাদা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে
মোতাজিলাদের যুক্তি খণ্ডনে হাদীস ও বিবেকের যুক্তি।
সত্য পন্থীদের মতামত।

শাফাআত গুনাহগারদের আজাব অপনোদনের কারণ।

শিয়া ও সুন্নী মাযহারেব বিভিন্ন সম্প্রদায় (শুধুমাত্র মোতাজিলা সম্প্রদায় ব্যতীত) এর বিশ্বাস হল শাফাআত গুনাহগার ব্যক্তিদের দোযখের আযাব থেকে মুক্তির কারণ হবে। তবে কিছু কিছু রেওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় যে, শাফাআতের কারণে গুনাহ ও মাফ হয়ে থাকে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ প্রনিধান যোগ্য।

১। শাফাআত সে সব গুনাহগানদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা শিরক ও যুলুম করেনি।[১]

২। কেয়ামতের দিন (সব নবীরাই শাফাআত করতে পারবেন) আমার গর্বের বিষয় হল সেদিন আমি আমার গুনাহগার উম্মতের জন্য শাফাআত করব।[২]

৩। "আমার শাফাআত আমার গুনাহগার উম্মতের জন্য।"[৩]

এ ধরনের প্রচুর রেওয়ায়াত রয়েছে যেগুলো গুনাহগার ব্যক্তিদের দোযখের আগুন থেকে মুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আর সে কারণে

---

[১]। খেসাল, বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃঃ ৩৯, বইরুত পিন্ট।

[২]। কানজ কারাচিক, ৩৯৫৪৯। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃঃ ৪০।

[৩]। কানজ কারাচিক, ৩৯০৫৫।

কিছু কিছু আলেমগণ দাবী করেছেন যে এই রেওয়ায়াত তাওয়াতোরের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ প্রসঙ্গে মহান মোফাস্সেরে কোরআন ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন, যদিও এ ধরনের প্রত্যেকটি রেওয়ায়াত একক ভাবে একক খবর হিসেবে এসেছে তথাপি এত অধিক এবং তাদের সবগুলোর অর্থ প্রায় একইরূপ। ফলে বলা যায় যে, এই হাদীস তাত্তাতোরের পর্যায়ে পৌঁছেছে (শাফাআত গুনাহ মাফের কারণ)। অতএব শাফাআত সম্পর্কিত হাদীস একটি হুজ্জাত ও দলিল।[১]

শেখ তানতাভী (আহলে সুন্নাতের এক বড় আলেম) বলেন, "জেনে নাও! শাফাআত সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস হল যে, তাদের ভাষায়: শাফাআতের কারণে গুনাহগারদের প্রাপ্য আজাব ক্ষমা করা হয়। এটা এভাবে হবে যে, মহা মুসিবতের সেই কেয়ামতের দিনে যখন গুনাহগারদের জাহান্নামে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হবে তখন শাফাআতের কারণে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জাহান্নামের পরিবর্তে বেহেশতে পাঠান হবে। [২]

এ প্রসঙ্গে সুন্নী ও শিয়াদের আলেমগণ এজমা করেছেন, তাদের কিছু কিছু মতামত নিম্নরূপ:

১। শেখ মুফিদ: ইমামিয়াগণ একমত প্রকাশ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন গুনাহগারদেরকে শাফাআত করা হবে।[৩]

২। কাজী আইয়াজ: আহলে সুন্নাতের ভূতপূর্ব ও সাম্প্রতিক কালের সকল আলেমগণ, মুমিনদের গুনাহ মাফের জন্য কেয়ামতের দিন শাফাআত করা হবে বলে মনে করেন।[৪]

---

[১]। তাফসীরে ফখরুদ্দীন রাযী, খণ্ড- ৩, পৃ: ৬৫।
[২]। তাফসীরুল জাত্তাহেরী, খণ্ড- ১, পৃ: ৬৩।
[৩]। সহীহ মুসলিম এর ব্যাখ্যা, খণ্ড- ৩, পৃ: ৫৭।
[৪]। আত্তায়েলুল মাকালাত, পৃ- ১৪, ১৫।

৩। ফখরুদ্দীন রাযী: উম্মতে ইসলামীর এজমা হল যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন শাফাআত করবেন এবং অতঃপর বলেন, শাফাআতের ফলে আজাব ভোগের উপযোগী ব্যক্তিদের আজাব মাফ করা হবে।[১]

মোতাজিলা সম্প্রদায় এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে থাকে এবং নিম্নোক্ত আয়াত সমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنهَا شفَاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذ مِنهَا عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنصرُون

অর্থ: সেদিনকে ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্যতম উপকারেও আসবেনা এবং তার পক্ষ্যে কোন শাফাআত ও কবুল করা হবেনা, কারও কাছ থেকে কোন ক্ষতিপুরণও নেয়া হবেনা এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবেনা।[২]

আমাদের মতে এই আয়াত বনিইস্রাইল সম্প্রদায় এর জন্য নাযিল হয়েছে, তবে অন্য যে কোন লোকই বাতিল ও ভ্রান্ত ধারনায় বিশ্বাসী তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তাদের জন্য শাফাআত প্রযোজ্য হবে না এবং এই আয়াত তাদেরকে নিরাশ করেছে। অতএব গুনাহগার ব্যক্তিদের গুনাহ মাফের বিষয়কে এই আয়াত প্রত্যাখ্যান করেনা।

আল্লামা হিল্লি এ সকল আয়াত সমূহ ولا تنفعها شفاعة و يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً- فما تنفعهم شفاعة الشافعين -প্রসঙ্গে বলেন, و الجواب عن هذه الآيات كلها انّها مختصّة بالكفّار

এ সকল আয়াত বিশেষ করে কাফের ও মুশরি দের জন্য প্রযোজ্য,[৩] কারণ তারা শাফাআতের মাধ্যমে কোনরূপ উপকৃত হবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১]। তাফসীরে ফখরুদ্দীন রাযী, খণ্ড- ৩, পৃ: ৫৯।
[২]। সূরা বাকারা, আয়াত - ৪৮।
[৩]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃ: ৩৯।

ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেন, امّا شفاعتي ففي اصحاب الكبائر ما خلا الشرک و الظّلم

অর্থ: আমার শাফাআত সে সব গুনাহগার ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, যারা মুশরিক ও কাফের নয়।[১] والكافرون هم الظّالمون

এই আয়াতের هم অর্থাৎ সে সব কাফেরগণ।

ولا يـشفعون الا لمـن ارتـضى

মোতাজিলা সম্প্রদায়ও এ আয়াত সম্পর্কে ধারণা করে থাকেন যে, আল্লাহ তালা এ আয়াতের মাধ্যমে খবর দেন যে, ফেরেশতারা সেদিন কোন ব্যক্তিকে শাফাআত করবেনা কিন্তু যদি আল্লাহ তালা কারও উপর সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে ব্যক্তি শাফাআত করতে পারবে। এবং এটা স্পষ্ট যে, ফাসেক ও গুনাহগার ব্যাক্তিদের উপর আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট নন, অতএব ফেরেশতারা তাদের জন্য এবং শাফাআত করবেনা নবী রাসূলগণও তাদের জন্য শাফাআত করবেনা, কারণ শাফাআত কারীদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই।

তাদের আপত্তির জবাব

প্রথম জবাব: আল্লাহ তালা কোন দিক দিয়েই ফাসেক ব্যক্তিদের উপর সন্তুষ্ট নন। কিন্তু যদি আল্লাহর একাত্ববাদে বিশ্বাসী থাকে এবং ঈমান এনে থাকে তাহলে তার ব্যাপারে শাফাআত প্রযোজ্য হবে কারণ তার ব্যাপারে আল্লাহ সম্মত থাকবেন, যদিও সে ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"ফেরেশতাগণ, নবী রাসূল ও শহিদদেরকে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হবে, তারা শাফাআত করবেন এবং যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র

---

[১]। বাকারা, আয়াত ২৫৬।

ঈমান থাকবে তারা শাফাআতের মাধ্যমে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।[১]

এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদিও মানুষ পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী না হয় তবুও আল্লাহ তালা তাকে শাফাআত করার জন্য সন্তুষ্ট থাকবে এবং শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।"

দ্বিতীয় জবাবঃ ولا يشفعون الا لمن ارتصى এই আয়াত প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে ইমাম রেজা বলেন, ولا يشفعون الا لمن ارتصى الله دينه শাফাআত কারীগণ সে সব ব্যক্তিদের জন্য শাফাআত করবেন আল্লাহ তালা যাদের দীন ও ধর্ম সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকবেন।[২]

অতএব, ফাসেক ও গুনাহগার ব্যক্তির দীন ও ধর্ম যদি খোদা সম্মত থাকে তবে তাদেরকে শাফাআত করা হবে।

শাফাআত সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হল কোন ব্যক্তি ছোট বড় যত গুনাহই করে থাকুক যদি আল্লাহ তার ধর্মের উপর সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে শাফাআত পাবে।[৩]

فما تنفعهم شفاعة الشافعين

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে মোতাজিলা সম্প্রদায় বলে থাকেন, ولو اثرت الشفاعة في اسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم و ذلک ضدّ الآية যদি শাফাআতের ফলে আজাব থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় এবং তারা এর মাধ্যমে উপকৃত হয় তাহলে তা উক্ত আয়াতের পরিপন্থি।

জবাবঃ ফখরুদ্দীন রাযী এ যুক্তির মোকাবেলায় বলেন, قوله تعالى في صفة الكفّار و اية تدلّ على وقوع الشفاعة لان الشفاعة اضافتها الى جمع اى شافعين و خطابه الى الخصم ان يكون حال المسلم بخلافه' بناء على مسأله دليل الخطاب

---

[১]। মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৫, পৃঃ ৪৩।
[২]। এমালিয়ে সাদুক, পৃঃ ৫।
[৩]। আকায়েদে সাদুক।

ব্যাখ্যা: তার মতে এ আয়াতটি শাফাআতের বিরুদ্ধে নয় বরং তা শাফাআতের পক্ষেরই একটি দলিল স্বরূপ। কারণ কাফের মুশরিকরা শাফাআত থেকে কোন সুবিধা ভোগ করবেনা আর এর কারণ হল তাদের কুফরী কাজ সমূহ। নতুবা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে শাফাআত প্রমাণিত হয় কারণ উক্ত আয়াতে শাফাআত শব্দটি শাফিয়িণ এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরবী ভাষামতে তা শাফাআতের প্রমাণ বহন করে। কারণ যুক্ত শব্দটি বহুবচন আর আল্লাহর সম্বোধর হল কাফেরদের প্রতি কিন্তু মুসলমানরা কাফের নয়। অতএব শাফাআত মুসলমানদের জন্য যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণিত হয়।

وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم
يَصلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين
وَ مَا هُمْ عَنهَا بغَائبِينَ

নিশ্চয় পাপাচারীরা থাকবে দোযখের আগুনে। তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। তারা সেখান থেকে পৃথক হবেনা।[১]

মোতাজিলা সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে, উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপাচারীরা দোজখে অনন্তকাল ধরে থাকবে ও সেখান থেকে কোন দিন বের হতে পারবেনা। অতএব গুনাহগারা যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকে তাহলে আর বের হওয়ার উপায় থাকবেনা। অতএব এ অবস্থায় শাফাআতের কারণে কবিরা গুনাহ সমূহ ক্ষমা হতে পারেনা।

আমাদের মতে তাদের এ ধারনার কারণ হল যে তারা কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তিদের কাফের মনে করে থাকে যদিও তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে।

---

[১]। সূরা ইনফিতার, ১৪, ১৫, ১৬।

ওমর আবু নাসের এ ব্যাপারে বলেন, মোতাজিলা সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, যারা কবিরা গুনাহ করে তারা নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলেও কাফের বলে পর্যবসিত হবে কিন্তু আমাদের মতে (আক্কল ও কোরআন হাদীসের যুক্তি মোতাবেক) কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তার রাসূলকে স্বীকার করে নেয় কিন্তু গুনাহ করে থাকে তাহলে সে কাফের নয়।[১] এবং চির দিনের জন্য জাহান্নামে থাকবেনা ।

[১]। আল খাওয়ারেজ ফিল ইসলাম, পৃঃ ১০২।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল

যদি কোন মুসলমান অধিক পরিমাণ ভাল কাজ করে থাকে এবং সারা জীবনে কিছু পরিমাণ পাপ করে; সে অবস্থায় যদি তাকে চিরদিন দোযখের আগুনে জ্বলতে হয়। তাহলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর আল্লাহ তালা করো প্রতিই অবিচার করেন না, অতএব শাফাআতের কারণে সে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে ক্ষমা পেয়ে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।

কোরআন হাদীসের যুক্তি

ক- কোরআনের আয়াত:

শাফাআত সম্পর্কিত প্রচুর আয়াত আছে তবে শর্ত হল শাফাআত প্রার্থী কাফের অথবা মুশরিক নয়।

উদাহরণস্বরূপ:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ

যে ব্যক্তি শিরক করে আল্লাহ তালা তার গুনাহ খাতা সমূহ ক্ষমা করেন না কিন্তু শিরক ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[১]

মোতাজিলাদের যুক্তিযুক্ত আয়াত ছাড়াও এমন কিছু আয়াত আছে যেগুলো দ্বারা মোতাজিলাদের যুক্তি খণ্ডন করে শাফাআত কে প্রমাণ করা যায়। কারণ উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'য়ালা গুনাহ খাতা মাফ করার ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লামা হিল্লি এ প্রসঙ্গে অসংখ্য যুক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ

---

[১]। সূরা নিসা- ৪৮।

করেছে সর্বদাই সওয়াব পাওয়ার উপযোগী। আল্লাহ তা'লাও এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه

যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করেছে তার প্রতিদানও সেদিন দেখতে পাবে।[১] আর ঈমান হল সর্বোচ্চ ভাল কাজ এবং ঈমানের ফলে চিরকালই সওয়াবের অধিকারী হয়। যদি বলে থাকি যে ঈমানদার ব্যক্তির জন্য পাপকর্মের আজাব সৎ কাজের প্রতিদানে অগ্রাধিকার প্রাপ্য তবে তা যুক্তিযুক্ত নয়। আর এ ব্যাপারে আলেমগণ এজমাতে একমত হয়েছেন।[২]

খ- হাদীসঃ

মাসুম ব্যক্তি বর্গের কাছ থেকে অসংখ্য হাদীস আছে যেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, শাফাআতের উসিলায় গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর এ হাদীসটি; شفاعتي لاصحاب الكبائر

আমার শাফাআত কারীরা গুনাহকারীদের জন্য। অতএব বুদ্ধি বৃত্তিক ও কোরআন হাদীসের যুক্তি দ্বারা মুতাজিলাদের আপত্তি খণ্ডিত হয়েছে এবং এরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কেহ কোন গুনাহ করার পর তওবা না করেই মৃত্যু বরণ করে তাহলেও সে শাফাআতের কারণে মুক্তি পেতে পারে এবং চিরদিন তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে না।

ফলাফলঃ

উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, শিয়া ও সুন্নী সব আলেমরাই

---

[১]। সূরা যিলযাল, ৭।

[২]। কাশফুল মুরাদ, পৃঃ ৩২৮, ৩২৯।

বিশ্বাস করেন যে, শরিয়তের ভিত্তিতেই শাফাআত কারীগণ ক্ষমার উপযুক্ত পাপী ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করে তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কখন ও কোথায় শাফাআত করা হবে?
সে সময় ও স্থান হল কেয়ামত ও জাহান্নাম
আয়াত
হাদীস
বারজাখে ও দুনিয়াতেও শাফাআত করা হবে।
ফলাফল

কখন ও কোথায় শাফাআত করা হবে?

শাফাআতের স্থান ও সময় নিয়ে যথেষ্ট বির্তক রয়েছে। তবে সর্বিকভাবে তা ২ ভাগে বিভক্ত।

১। শাফাআতের সময় হল কেয়ামত এবং স্থান জাহান্নাম

দলিল ও যুক্তি

ক- কোরআনের আয়াত সমূহ

وَ لَسوْف يُعْطِيك رَبُّك فَترْضى

হে রাসূল অতিশিঘ্রই আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে এত বেশি দান করবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[১]

আর দানকরার সেই সময় হল কেয়ামত।

عَسى أن يَبْعَثَك رَبُّك مَقَاماً محْمُوداً

অতি শীঘ্রই আছে আপনার পরওয়ার দেগার আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্টিত করবেন।[২] মাকামে মাহমুদের রেওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় সে সময় হল কেয়ামত।[৩]

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِين

---

[১]। সূরা দুহা, আয়াত- ৫।

[২]। সূরা এসরাং আয়াত- ৭৯।

[৩]। সূরা শুয়ারা, আয়াত ১০০।

৪। فَمَا تنفعهم شفاعةالشافِعِين উপরোক্ত আয়াত দুটিতে শাফাআত সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কিন্তু তা জাহান্নাম বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।[১] আর এ থেকে বুঝা যায় যে, শাফাআত কারীগণ গুনাহগারদের দোজখের আগুন থেকে উদ্ধার করবেন অপরদিকে কাফের মুশরিকরা সেখানেই অবস্থান করবে। তাদের জন্য কোন ধরণের শাফাআত থাকবে না।

খ- হাদীসের যুক্তি

শাফাআত সম্পর্কিত হাদীস সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, শাফাআতের সময় হল কেয়ামত এবং স্থান জাহান্নাম।

১। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন,

আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য ভয় পাইনা কিন্তু শুধুমাত্র কবরের বারজাখের সময়কে। (কারণ সেখানে আমরা শাফাআত করতে পারবনা।) অতঃপর যখন আমাদের সে সময় আসবে (কেয়ামত ও তার পরবর্তী সময়) যখন আমাদেরকে শাফাআত করার তৌফিক দেয়া হবে এবং সেদিন আমরা তো তোমাদেরকে শাফাআত করার জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত।

কেয়ামতের আগে শাফাআত করার বিষয়কে এই হাদীস খণ্ডন করে।

২। সহীহ হাদীসে ওমর ইবনে ইয়াযিদ বলেন: আমি আবা আবদিল্লাহ (ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) কে জিজ্ঞেস করে বললাম; আমি আপনার জন্য উৎসর্গীত অত্যধিক গুনাহ করে ফেলেছি! ইমাম বলেন,

তোমরা সবাই (ইমানদার গুনাহকারীগণ) সেদিন (কেয়ামতের দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও তার উত্তরা ধিকারীদের শাফাআতের মাধ্যমে

---

[১]। সূরা মুদ্দাস্যের, আয়াত -৪৮।

বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু মৃত্যুর পর কবরে তোমাদের উপর (বারজাখের) আযাবের জন্য আমি চিন্তিত (কারণ তখন কোন শাফাআত থাকবেনা)।

ওমর ইবনে ইয়াজিদ প্রশ্ন করলেন, বারজাখ কী? ইমাম বললেনঃ মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত কবরের জীবনের সময়কে বারজাখ বলা হয়।[১]

আলেমগণ মনে করেন, এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বারজাখের জীবন মৃত্যুর পর থেকে শুরু হয়। উদাহরণস্বরুপ আল্লামা তাবা তাবাঈ বলেন,

"কেয়ামতের দিন এমন কিছু স্থানে লোকজন একত্রিত হবে যেখানে শাফাআতের মাধ্যমে জাহান্নামে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের প্রতিরোধ করে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে অথবা কিছু কিছু ব্যক্তি যারা জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকবে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হবে।"[২]

২। দ্বিতীয় মতঃ শাফাআতের সময় ও স্থান (আভিধানিক অর্থে) বারজাখ এবং দুনিয়ায়ও ঘটে থাকবে।

কিছু কিছু আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে, দুনিয়া এবং বারজাখেও শাফাআত করা হবে। তারা কিছু কিছু রেওয়ায়াত কে তাদের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন।

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমিরুল মুমিনিন আলী (আঃ) কে বলেন,

"ওহে আলী তোমার বন্ধুগণ মৃত্যুর সময় তোমাকে দেখতে পাবে, তুমি তাদের জন্য শাফাআতকারী, সুখবর দাতা ও তাদের চোখের মনি হিসেবে থাকবে।"[৩]

---

[১]। আল কাফী, খণ্ড- ৩, পৃঃ ২৪২, হাদীস- ৩।
[২]। তাফসীর আল মিজান, খণ্ড- ১, পৃঃ ১৭৪।
[৩]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ২, পৃঃ ১৯৪।

জবাব: উক্ত হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ شفيعا শাফাআতের আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন,

"যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা রোকাইয়া ইন্তেকাল করলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের পাশে এলেন,[১] দুই হাত আকাশের দিকে তুললেন, তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়তেছিল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ওহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমরা দেখলাম আপনি দুহাত আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়তেছিল!? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করলাম যাতে তার উপর কবরের চাপকে রহিত করেন।"

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কবরের আজাব থেকে মুক্তির জন্য (রোকাইয়ার জন্য) দোয়া করলেন এবং এই দোয়া ঠিক সেই শাফাআত করারই শামিল।

জবাব: উরোক্ত হাদীস সমূহ এবং অনুরূপ হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র ইমামগণ কিছু কিছু ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করেছেন যাতে তাদের মৃত্যুর কষ্ট কমানো হয়। কবরের আজাব হ্রাস করা হয়। যদিও এ বিষয়গুলোও এক ধরনের সুপারিশ তথাপি তা শাফাআতের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এই কাজ আরবী পরিভাষায় তাছাররোফত ও হুকুমাত যা আল্লাহর অনুমোদনক্রমে তার নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য দান করা হয়।

ফলাফল: আমাদের মতে শাফাআত শুধুমাত্র কেয়ামতের দিন ও গুনাহ মাফের জন্য অনুমোদিত। তবে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি বর্গ কিছু লোকের অভাব পূরনের জন্য, তাদের বিপদ আপদ থেকে

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৬, পৃ: ২১৭, হাদীস- ১০।

উদ্ধারের জন্য, তাদের উন্নতির জন্য, দোয়া করার ক্ষমতা আল্লাহরই এক প্রকার কৃপা যা তাছার রোফত ও হুকুমাত্র এর মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং তা আল্লাহরই অনুমোদনে সংঘটিত হয়। এগুলো এক ধরনের সাহায্য না শাফাআত। আর তাই এমন ধরনের সাহায্য বারজাখেও হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

শাফাআত কারীদের শর্তসমূহ
নবীগণ বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শাফাআতকারী
ইমামদের শাফাআত
ফেরেশতাদের শাফাআত
কোরআনের শাফাআত
ফলাফল

শাফাআত কারীদের শর্তসমূহ

কোরআনের আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, যারা শাফাআত করার অধিকারী হবে তাদের কিছু শর্ত ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। আর তাই যখন সে ব্যক্তি শাফাআত করতে চাইবে আল্লাহর অনুমোদন ও সন্তুষ্টির প্রয়োজন রয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুমোদন তখনই পাওয়া যাবে যখন প্রয়োজনীয় শর্ত সমূহ পূরণ হবে। উক্ত শর্ত সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

১। শাফাআতকারীকে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। কোরআনের আয়াত এ বিষয়কে স্বাক্ষ দেয়।

مَا مِن شَفِيعٍ إِلا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ

কোন শাফাআতকারী নেই যদিনা আল্লাহর পক্ষ্য থেকে অনুমোদন না থাকে।[১]

مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ এমন কে আছে, তাঁর নিকট শাফাআত করতে পারবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? [২]

যেহেতু উপরোক্ত দু' আয়াতে নেগেটিভ বাক্যের পরে এসেছে অতএব তা নিশ্চয়তা ও গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত শাফাআত

---

[১]। সূরা ইউনুস- ৩।

[২]। সূরা বাকারা- ২৫৫।

করা হবেনা (যতক্ষণ না আল্লাহ শাফাআত কারীকে অনুমতি না দেন)

২। শাফাআতকারী সত্যের সাক্ষী হবে। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্যের স্বীকারোক্তি প্রদান করবে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে। এই শর্তের পক্ষেও কোরআনের আয়াত রয়েছে।

وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشفَاعَةَ إلا مَن شهِدَ بِالْحَقّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করে তারা শাফাআত করার অধিকারী হবে না, কিন্তু যারা আল্লাহর একত্ববাদকে জেনে বুঝে সাক্ষী থেকে (স্বীকারোক্তি প্রদান করবে)।[১]

৩। আল্লাহ তালা শাফাআত কারীর কথা ও মতামতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

يَوْمَئذٍ لا تَنفَعُ الشفَاعَةُ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَ رَضىَ لَهُ قَوْلا

সেদিন (কেয়ামতের দিন) কারও শাফাআতই মঙ্গলজনক হবেনা যদিনা আল্লাহ তালা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ও তার কথাকে পছন্দ করে।[২]

আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ) এ প্রসঙ্গে বলেন: "আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে" এ কথার অর্থ হল সে ব্যক্তি (তার কথা ও কাজে) আল্লাহর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি সে ব্যক্তি ভুল ভ্রান্তি করে থাকে যার ফলে আল্লাহ তালা তার উপর অসন্তুষ্ট হন তাহলে সে ব্যক্তি শাফাআতের মর্যাদা পাবেনা তবে আল্লাহ তালা যদি তার ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে তার বিশ্বাসে পূত পবিত্র করে এবং

---

[১]। সূরা যুখরুফ- ৮৬।
[২]। সূরা তাহা- ১০৯।

দুনিয়ার অপবিত্রতা, শিরক ও জাহেলিয়াত থেকে উদ্ধার করে তাহলেই সম্ভব।[১]

৪। শাফাআতকারীগণ একত্ববাদী হতে হবে।

لا يَمْلِكُونَ الشفَاعَةَ إلا مَن اتخَذَ عِندَ الرَّحْمَان عَهْداً

সেদিন এমন কোন ব্যক্তি নেই যে যারা শাফাআতের মালিক হবে তবে যারা মেহেরবান আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ (পরিপূর্ণ একত্ববাদী) হবে তারা ব্যতীত।[২]

ফলাফল: কোরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করার পর এই বিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শাফাআতের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে এবং তারই অনুমতি ক্রমে কিছু কিছু ব্যক্তি শর্ত সাপেক্ষে শাফাআত করতে পারবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

---

[১]। আল মিজান, খণ্ড- ১৪, পৃ: ২১২।
[২]। সূরা মারিয়াম, ৮৭।

শাফাআতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ

১। নবী রাসূলগণঃ

নবী রাসূলগণ বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যিনি শাফাআতের সর্ব্বোচ আসনে "মাকামে মাহমুদ" অধিষ্টিত, কেয়ামতের দিন গুনাহগারদেরকে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকারের লোকজন শাফাআত করবেন যাদের শাফাআত কবুল করা হবে নবী রাসূলগণ, অতঃপর আলেমগণ, অতঃপর শহীদগণ।[১]

মোফাসেরবৃন্দ পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,

وَ قَالُوا اتخَذَ الرَّحْمانُ وَلَداً سبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

তারা বলল, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহন করেছেন তাঁর জন্য কখনোই ইহা গ্রহনযোগ্য নয় বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।[২]

এইক ভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও একজন শাফাআতকারী।

বিভিন্ন প্রকার হাদীস এবং রেওয়ায়াতে মোতাওয়াতের বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ বিশেষকরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত কারীদের মধ্যে গন্য। সুয়ুতি তার নিজস্ব গ্রন্থ "আদদুররুল মানসুর"[৩] এ ও সাইয়্যেদ বাহরানী তার "তাফসীর আল বোরহান"[৪] এ যথেষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[১]। খেসালু সাদুক, পৃ- ১৫৬।
[২]। সূরা আম্বিয়া, ২৬।
[৩]। আদ দুররুল মানসুর, খণ্ড- ৪, পৃঃ ৯৭।
[৪]। তাফসীর আল বোরহান, খণ্ড- ২, ৪৩৮- ৪৪০।

যা থেকে বুঝা যায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সেই "মাকামে মাহমুদ" ঠিক সেই মাকামে শাফাআত বলে পরিগণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন শাফাআত করবেন এবং এমন কোন মুসলমান নেই যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। এই সত্য বিষয়কে কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেনি। অতএব এবিষয়টিকে এজমার অন্তর্ভূক্ত করা যায়। কেয়ামতের দিন সর্ব্বোচ আসনে শাফাআত করার অধিকার বিশেষ করে আমাদের শেষ নবীকে দেয়া হবে। (এ বিষয়টিকে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তাকে মাকামে মাহমুদ দান করা হবে।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যেদিন কেয়ামত হবে আমি কোন রকম গর্ব অহংকার ছাড়াই সকল নবীদের ইমাম, তাদের বক্তা ও তাদের জন্য শাফাআত কারী হব।"[১]

ইমাম কাজেম (আঃ) বলেছেন,

"কেয়ামতের দিন মানুষকে ৪০ বছর এক জায়গায় দাঁড়করিয়ে রাখা হবে। সূর্য আদিষ্ট হবে তাদের উপর উত্তাপ দেয়ার জন্য, মাটি আদিষ্ট হবে যাতে তাদের ঘাম গ্রহন না করে। তখন সবাই আদম (আঃ) এর কাছে আসবে শাফাআত পাবার আশায়, তিনি নূহ (আঃ) কে দেখিয়ে দিবেন। কিন্তু নূহ (আঃ) দেখাবেন ইব্রাহিম (আঃ) কে, ইব্রাহিম (আঃ) মুসা (আঃ) কে, মুসা (আঃ) ঈসাকে এবং ঈসা (আঃ) দেখাবেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কে এবং বলবেন তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তাঁর কাছে যাও। (ঈসা (আঃ) তখন

---

[১]। সুনানে তিরমিজি, খণ্ড- ৫, পৃঃ ২৪৭। সুনানে ইবনে মাজাহ ২/১৪৪৩।

সবাইকে তাঁর কাছে উপস্থাপন করে শাফাআত করার জন্য অনুরোধ করবেন।)

তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলবেন সবাই আসুন, সবাইকে বেহেশতের দরজার কাছে নিয়ে যাবেন তিনি বলবেন, বেহেশতের দরজা খুলে ফেলুন। যখন দরজা খুলে যাবে তখন তিনি সেদিকে ফিরে সেজদায় পড়ে যাবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদায় থাকবেন যতক্ষণ বলা হবে না যে, মাথা উঠাও ও যা ইচ্ছা চাও দেয়া হবে শাফাআত কর কবুল করা হবে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাবেন এবং যারা আগুনে জ্বলতে থাকবে তাদের জন্য শাফাআত করবেন। অতএব সেদিন তার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন ব্যক্তি থাকবেনা এবং ঠিক সেই আয়াতের মতই হবে যে, ((অতি শিঘ্রই আল্লাহ তালা আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্টিত করবেন।))[১] এটা সেই পদ যা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে।

আইস ইবনে কাশেম ইমাম সাদিক (আঃ) এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, বনি হাশেম বংশের কিছু সংখ্যক লোক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আবেদন করলেন যে, তাদেরকে চতুষ্পয়ী জন্তুর যাকাত আদায়ের ভার দেয়া হোক। (যাতে করে তারা যাকাতের সুবিধা ভোগ করতে পারে) অতঃপর বললো, ঠিক যে পরিমাণ অর্থ যাকাত আদায় কারীদের দেয়া হয় আযাদেরকেও তাই দেয়া হোক। আমরা তাদের চেয়ে অগ্রাধিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওহে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, আমার ও তোমাদের জন্য যাকাত খাওয়া হারাম কিন্তু আমি এর বিনিময়ে (যাকাত না খাওয়ার বিনিময়ে)

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড- ৮, পৃঃ ৪৮।

তোমাদেরকে শাফাআতের ওয়াদা দিচ্ছি। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তালা আমাকে শাফাআত করার ওয়াদা দিয়েছেন। ওহে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ যখন আমি (কেয়ামতের দিবসে) দরজার কড়া ধরব কী ধারনা করবে?

অতঃপর বললেন, কেয়ামতের দিন জ্বিন ও ইনসান এক লাইনে সারিবদ্ধ হবে এবং যখন সুদীর্ঘ অপেক্ষা করতে থাকবে তখন শাফাআতের জন্য আবেদন করবে এবং বলতে থাকবে শাফাআতের জন্য কার শরণা পন্য হব? নূহ (আঃ) এর কাছে আসবে, নূহ বলবেন, আমি আবেদন করেছিলাম পূরন হয়েছে, বলবে তাহলে কার কাছে যাব? বলবে, ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে, ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে আসবে ও শাফাআতের জন্য আবেদন করবে। তিনি বলবেন আমিও আবেদন করেছিলাম আবেদন পূরন হয়েছে, বলবে তাহলে কার কাছে যাব? বলবেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যাও। তখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যাবে। তিনি তাঁর শান ও সওকত নিয়ে বেহেশতের দিকে রওয়ানা হবেন, বেহেশতের দরজা পর্যন্ত যাবেন। যখন বেহেশতের দরজায় পৌঁছবেন তখন দরজায় নক করবেন। ১টি প্রশ্ন ও উত্তরের পর দরজা খুলে যাবে এবং তাকে সম্ভাসন জানাবে। বেহেশতের দিকে দৃষ্টি পরা মাত্রই তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন এবং আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করতে থাকবেন। তখন একজন ফেরেশতা এসে বলবে ওহে রাসূল মাথা উঠান, এবং আল্লাহর কাছে যা চাবেন তাই পাবেন এবং শাফাআত করেন কবুল হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাবেন ও বেহেশতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর পূনরায় সেজদায় পড়ে যাবেন এবং পূর্বের

ন্যায় ফেরেশতা এসে বলতে থাকবে, তখন তিনি মাথা উঠাবেন এবং যা চাবেন তাই পাবেন।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

আমি আদমের বংশধর সন্তান কোন রকম গর্ব অহংকার করিনা। আমি প্রথম ব্যক্তি যাকে সর্ব প্রথম ভূমি থেকে (কবর থেকে) উত্থাপন করা হবে এবং তাতেও গর্ব করিনা। আমি প্রথম শাফাআত কারী এবং যার শাফাআত কবুল করা হবে এবং তাতেও গর্ব করিনা। কেয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে তাতেও গর্ব করিনা।[২]

উবাইদ ইবনে যুরারাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইমাম সাদিক (আঃ) কে প্রশ্ন করেন, মুমিনদেরকে কি শাফাআত করা হবে? বললেন হ্যাঁ, আল্লাহর কসম। কোন একজন প্রশ্ন করলেন; তাহলে কি মুমিন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতের জন্য নির্ভরশীল থাকবে? ইমাম বললেন হ্যাঁ, মুমিনদেরও ভুল ভ্রান্তি এবং গুনাহ হয়ে থাকে। এমন কোন ব্যক্তি নেই কেয়ামতের দিন যার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআতের প্রয়োজন পরবে না। অন্য একজন প্রশ্ন করলেন: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কি এমন কথা বলেছেন যে, আমি আদমের বংশধর সন্তান কিন্তু গর্ব অহংকার করিনা? ইমাম বললেন: হ্যাঁ, তিনি বেহেশতের কড়া ধরে তা খুলে ফেলবেন, অতঃপর সেজদায় পড়ে যাবেন, আল্লাহ তালা বলবেন মাথা উঠান, এবং শাফাআত করুন, আপনার শাফাআত কবুল করা হবে এবং যা কিছু চাইবেন দেয়া হবে। অতঃপর তিনি মাথা উঠাবেন কিন্তু পূরনায় সেজদায় পড়ে যাবেন এবং একই ভাবে মাথা উঠাবেন এবং তখন শাফাআত করবেন,

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড- ৮, পৃ:৪৭, ৪৮।

[২]। সুনানে আবি মাজিদ, খণ্ড- ২, পৃ: ১৪৪০।

শাফাআত কবুল করা হবে এবং অন্য যা কিছু চাইবেন দেয়া হবে।

২। *মাসুম ইমামগণঃ*

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, পবিত্র ইমামগণ এবং রাসূলের সন্তানগণ কেয়ামতের দিন শাফাআত করবেন। সেরূপ কয়েকটি হাদীস নমূনা হিসেবে তুলে ধরব। ইমাম সাদিক (আঃ) বলেনঃ

যখন কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ তালা আদী থেকে অন্ত সকল জন মানবকে এক অন্ধকার স্থানে সমবেত করবেন। মানুষেরা আল্লাহর কাছে কাঁন্নাকাটি ও বিলাপ করতে থাকবে ও বলতে থাকবে হে আমাদের পরওয়ার দেগার! এই অন্ধকার কে আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে নাও। তখন কিছু কিছু লোকদের সামনে আলোর ঝলক পরতে থাকবে তাদের আলোতে কেয়ামতের মাঠ আলোকিত হবে।

উপস্থিত জনতা বলতে থাকবে উক্ত ব্যক্তিরা আল্লাহর ফেরেশতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষিত হবেঃ তারা ফেরেশতা নয়। জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কারা? বলবেনঃ আমরা আলীর বংশের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তান এবং আমরা আলী (আঃ) এর সেই সন্তান বৃন্দ যাদেরকে আল্লাহ তালা কেরামতি দান করেছেন। আমরা সেই ঈমান্দর ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের ঈমানের প্রতি দৃঢ় ছিল। আল্লাহ তালা তখন তাদেরকে বলবেন, তোমাদের বন্ধুদের ও অনুশারীদের শাফাআত কর এবং তাদের শাফাআত কবুল করা হবে।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[১]। আমালি সাদুক, হাক্কুল ইয়াকিন, শাবর, পৃঃ ১৩৭।

"আমার আহলে বাইতগণ শাফাআত করবে ও তাদের শাফাআত কবুল করা হবে।"[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"শাফাআত কারীরা ৫ দলে বিভক্ত ... নবী এবং নবীর আহলে বাইতগণ শাফাআত করবেন।"[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"কেয়ামতের দিন আমি শাফাআত করব, তা কবুল করা হবে আলী শাফাআত করবে তার শাফাআতও কবুল করা হবে এবং আমার আহলে বাইত শাফাআত করবে তাও কবুল করা হবে।"[৩]

ইমাম আলী (আঃ) বলেন, "আমরা শাফাআত করব এবং আমাদের বন্ধুরাও শাফাআত করবে।"[৪]

ইমাম বাকের (আঃ) আল্লাহর বানী ترى كلّ امّة جاثية ... প্রসঙ্গে বলেন,

" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও আলী (আঃ) সকল সমভ্রান্ত লোকজনদের মাঝে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবেন অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত করবেন এবং বলবেন, ওহে আলী শাফাআত কর।"[৫]

৩। হযরত ফাতেমা যাহরা (আঃ)

হযরত ফাতেমা যাহরার শাফাআত সম্পর্কেও যথেষ্ট হাদীস বর্ণিত আছে তার কয়েকটি নমূনা এখানে পেশ করব।

ইমাম বাকের (আঃ) বলেনঃ

---

[১]। মানাকেব ইবনে শাহরে অশুব, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫। মাজমাউল বায়ান, খণ্ড- ১, পৃঃ ১০৪।

[২]। মানাকেব ইবনে শাহরে অশুব, খণ্ড-২, পৃঃ ১৪। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড- ৮, পৃঃ ৪৩, হাদীস- ৩৯।

[৩]। মানাকেব ইবনে শাহরে অশুব, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫।

[৪]। খেসালে সাদুক, পৃঃ ৬২৪।

[৫]। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড- ৮, পৃঃ ৪৩।

আমার পিতা আমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন ফাতেমা যাহরা (আঃ) বেহেশতের দরজায় এসে অপেক্ষা করতে থাকবেন। আল্লাহ তালা বলবেন, হে আমার হাবিবের কন্যা কী কারণে অপেক্ষা করছেন? আমি চাই তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর।

ফাতেমা (আঃ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার ইচ্ছা ছিল এমন দিনে আমার পদ মর্যাদা স্পষ্ট হোক। আল্লাহ বলবেন, ওহে হাবিবের কন্যা ফিরে যাও! যাদের অন্তর তোমার প্রতি অথবা তোমার যে কোন সন্তানের প্রতি ভালবাসা পোষণ করতো তাদের হাত ধরে বেহেশতে প্রবেশ কর।

ইমাম বাকের (আঃ) বলেন, ওহে জাবের! আল্লাহর কসম, ফাতেমা (আঃ) সেদিন আমাদের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী ব্যক্তি ও মুসলমানদের আলাদা করবেন। ঠিক যেভাবে মা পাখি খারাপ শষ্য কনা থেকে ভাল শষ্য কণা আলাদা করে।[১]

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম বলেন: ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছ থেকে শুনেছি যে তিনি বলেছেন:

ফাতেমা (আঃ) বেহেশতের দরজায় অপেক্ষা করতে থাকবেন। কেয়ামতের দিন সকল মানুষেরই দুই চোখের মধ্যখানে (কপালে) লেখা থাকবে মুমিন অথবা কাফের। (আহলে বাইতের প্রতি) আশেক ব্যক্তিগণ যাদের পাপের পরিমাণ বেশি তাদের আদিষ্ট হবে দোজখে যাওয়ার জন্য। তখন ফাতেমা (আঃ) (দেখতে পাবেন যে তাদের কপালে সেরূপ লেখা আছে এবং তার সাথে সাথে অন্যকিছু লেখা আছে) পড়ে দেখবেন যে তাদের কপালে লেখা আছে "মোহেব্ব" (অর্থাৎ তারা মুমিন এবং আহলে বাইতের প্রেমিক কিন্তু তাদের গুনাহের পরিমাণ অধিক)। অতঃপর বলবেন ওহে মাবুদ, আমার নাম

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড- ৪৩, পৃ: ৬৫।

দিয়েছো ফাতেমা এবং আমার উসিলায় আমার শুভাকাংখীদের ও বংশধরদের দোজখের আগুন থেকে মুক্তি দেয়ার ওয়াদা দিয়েছো, আমি জানি তোমার ওয়াদা সত্য (ভঙ্গ হয় না)। আল্লাহ তালা বলবেন ওহে ফাতেমা ঠিক বলেছো, আমি ওয়াদা দিয়েছি এবং আমার ওয়াদা ভঙ্গ হবেনা কিন্তু আমি আদেশ দিয়েছি এই সকল লোক দোজখে যাবে এবং যখন তুমি তাদের জন্য শাফাআত করবে তখন আমি তোমার শাফাআত কবুল করব, তোমার শাফাআতের কারণে তারা দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাবে। তখন তোমার মর্যাদা সকল নবী রাসূল ও অলি আউলিয়াদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে। অতএব তাঁর চোখে যারা মুমিন তাদের হাত ধরে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজান মাসের রোজা রাখবে, পবিত্র কাবা ঘরের হজ্ব (ফরজ হলে) পালন করবে, যাকাত দিবে। তাঁর স্বামীর আদশ পালন করবে এবং আমার পর আলী (আঃ) কে ইমাম হিসেবে মেনে নেবে ও তার বন্ধু হবে। সে আমার কন্যা ফাতেমা (আঃ) এর শাফাআতের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করবে।[২]

৪। ফেরেশতাদের শাফাআত

কোরআন হাদীসের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, শাফাআত করার অধিকার নবী রাসূল বা বিশেষ কিছু লোকদের জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমিত নয় বরং মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও শাফাআত করতে

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার খণ্ড- ৮, পৃঃ ৫১।
[২]। আমালি সাদুক, ২৯১।

পারবে যেমন ফেরেশতারা তারা এমনই এক দল যারা শাফাআত করতে পারবে।

ফেরেশতাদের শাফাআত করার পক্ষ্যে কোরআন ও হাদীসের নিম্নলিখিত দলিল সমূহ পেশ করা যেতে পারে।

ক- কোরআনের দুষ্টিতে ফেরেশতাদের শাফাআত

وَ الْمَلَائكَةُ يُسبِّحُونَ بحَمْدِ رَبهِمْ وَ يَستَغْفِرُونَ لِمَن فى الأرْضِ

ফেরেশতারা আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করে এবং বিশ্ববাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।[১]

وَ كم مِّن مَّلَكٍ فى السماوَاتِ لا تُغْنى شفَاعَتهُمْ شيْئاً إلا مِن بَعْدِ أن يَأْذنَ اللّهُ لِمَن يَشاءُ وَ يَرْضى

আকাশে অনেক ফেরেশতারা রয়েছে যাদের কোন সুপারিশ (শাফাআত) ফলপ্রসু হবেনা, যতক্ষণ না আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা এবং যাকে পছন্দ করেন তাদের জন্য অনুমতি দিবেন।[২]

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: প্রথম আয়াত ফেরেশতাদের শাফাআতের ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত তাদের শাফাআত কবুল হওয়ার শর্ত আরোপ করেছে এবং ঘোষণা করেছে, "তখনই ফেরেশতাদের শাফাআত কবুল হবে যখন তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হবে এবং তার সাথে যাদেরকে শাফাআত করার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন।"

এর আগেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, আরবী সাহিত্যে যদি استثنى নেগেটিভ বাক্যের পরে আসে তাহলে তা সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাই لا تُغْنى شفَعَتهُمْ شيْئاً সুস্পষ্ট নেগেটিভ বাক্য কিন্তু তার পরই এসেছে إلا مِن بَعْدِ أن يَأْذنَ اللّهُ لِمَن يَشاءُ وَ يَرْضى এই বাক্য দ্বারা পূর্বোক্ত নেগেটিভ বাক্যকে অস্বীকার করে সঠিক

---

[১]। সূরা শুরা- ৫।

[২]। সূরা নাজম, ২৬।

বলে প্রমাণ করে যে আল্লাহর অনুমতিতে তারা শাফাআত করবে।

খ- হাদীসের বর্ণনা মতে ফেরেশতাদের শাফাআত

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يشفع النبيّون والملائكة নবীগণও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতারা শাফাআত করবেন।[১]

ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও শহীদদেরকে অনুমতি দেয়া হবে শাফাআত করার জন্য। তারাও তখন শাফাআত করবেন এবং তাদের শাফাআত কবুল করা হবে এবং যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে তারা তাদেরকে দোজখের আগুন থেকে উদ্ধার করবেন।[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তালা বিচার ফায়সালা করার পর কিছু সংখ্যক লোকদেরকে দোজখের আগুন থেকে তুলে আনবেন (যাদেরকে চাইবেন)। অতঃপর ফেরেশতা ও নবীদেরকে বলবেন তাদের জন্য শাফাআত কর, (যারা শাফাআত পাওয়ার উপযোগী) সে সব ব্যক্তির কপালে একটি আলামত ও চিহ্ন থাকবে (কারণ তারা সেজদা কারীও নামাজি ছিল)। দোজখের আগুন তাদের কপালকে পোড়াবেনা।

৫। কোরআনের শাফাআত

কোরআনও শাফাআত করবে। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ও শিয়াদের বর্ণিত হাদীসে যথেষ্ট হাদীস উল্লেখিত আছে। তবে কোরআনের শাফাআত করার ব্যাপারে আমাদের উদ্দেশ্য হল

---

[১]। সহীহ বুখারী, খণ্ড- ৯, পৃ- ১৬০।
[২]। সুনানে নেসারী, খণ্ড- ২, পৃঃ ১৮১।

সেই সত্যিকার হাকিকতে কোরআন। বাহ্যিক কোরআনের লেখা ও পৃষ্ঠা নয়।

হাদীসের বর্ণনামতে কোরআনের শাফাআত

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দাদের জন্য শাফাআত করবে। রোজা বলবেঃ হে আল্লাহ আমি দিনের বেলা তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং তাকে খাওয়া, পানহার ও কাম বাসনা থেকে বিরত রেখেছি, তার ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন। কোরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি অতএব তার জন্য আমার শাফাআত কবুল করুন। অতএব উভয়ের শাফাআত কবুল করা হবে।"[১]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোরআন শিক্ষা কর, কারণ সে তার সঙ্গীদেরকে কেয়ামতের দিন শাফাআত করবে।"[২]

কোরআনের একটি সূরাতে ৩০ টি আয়াত রয়েছে যারা উক্ত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করবে তাদেরকে শাফাআত করবে এবং সে সূরাটি হল আল মূলক।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শাফাআত কারীগণ ৫ দলে বিভক্তঃ কোরআন, আপনজন, আমানত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইত।"[৪]

আলী (আঃ) বলেন, "জেনে নাও কোরআন শাফাআত করবে এবং তা কবুল করা হবে, সে কথা বলবে তার কথা সত্যায়ন করা হবে। কেয়ামতের

---

[১]। মুসনাদে আহমদ, খণ্ড- ২, পৃঃ ১৭৪।
[২]। মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-৫, পৃঃ ২৪৯- ২৫১।
[৩]। মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-২, পৃঃ ৯৯।
[৪]। মানাকেব, খণ্ড-২, পৃঃ ১৪।

দিন কোরআন যার যার জন্য শাফাআত তারাই এর সুফল ভোগ করবে।[১]

৬। শহীদ ও আলেমগনের শাফাআত

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেয়ামতের দিন নবীগণ অতঃপর আলেমগণ এবং অতঃপর শহীদগণ শাফাআত করবে।"[২]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শহীদগণ তার পরিবারের লোকজন থেকে ৭০ জনকে শাফাআত করবে।"[৩]

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন, "যেদিন কেয়ামত হবে ... আলেমকে বলা হবে, দাঁড়াও এবং যাদেরকে ভাল করে গড়তে পেরেছ তাদের জন্য শাফাআত কর।[৪]

৭। প্রতিবেশির শাফাআত

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন, "প্রতিবেশি তার প্রতিবেশির জন্য শাফাআত করবে তবে শর্ত হল উক্ত প্রতিবেশি ঈমানদার হতে হবে।"[৫]

৮। আমলের শাফাআত

অন্য এক প্রকার শাফাআতকারী হল নিজস্ব আমল। প্রত্যেক মানুষের কৃত আমল কেয়ামতের দিন প্রতিমূর্তি ধারন করবে।

---

[১]। নাহাজুল বালাগা, খোতবা- ১৭১।
[২]। সুনালে ইবনে মাজাহ,
[৩]। সুনানে ইবনে দাউদ, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫।
[৪]। বিহার , খণ্ড-৮, পৃঃ ৫৬।
[৫]। মোহাসেন বারকী, পৃঃ ১৮৪।

নিম্নলিখিত আমল সমূহ উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা যেতে পারে।

১- তওবা

ইমাম আলী (আঃ) বলেন কোন, শাফাআতকারীই তওবার চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে না।"[১]

২- আমানতদারী

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন: শাফাআত কারীগণ পাঁচ ধরনের আমানতদারী[২]

৩ ও ৪- রোজা ও কোরআন

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

কেয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন (তাদের আমল কারীগণকে) শাফাআত করবে। রোজা বলবে, হে আল্লাহ সে আমার কারণে খাওয়া ও কাম বাসনা থেকে বিরত রয়েছে অতএব আমাকে তার জন্য শাফাআত করার অনুমতি দাও।[৩]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোরআন শিক্ষা কর। কোরআন কেয়ামতের দিন তার সঙ্গীদেরকে শাফাআত করবে।"[৪]

---

[১]। নাহাজুল বালাগা, খণ্ড- ৩, পৃ: ২৪২।
[২]। মানাকেব ইবনে অশুব, খণ্ড- ২, পৃ: ১৪।
[৩]। মুসনাদে আহমদ, খণ্ড- ২, পৃ: ১৭৪।
[৪]। মুসনাদে আহমদ, খণ্ড- ৬, পৃ :৪৪৮।

৫- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম **এর উপর দরুদ**

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) বলেন, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও তার বংশধরদের উপর দরুদ পড়, যা কেয়ামতের দিন সে কঠিন মুসিবতের সময় আমাদেরকে শাফাআত করবে।"[১]

বিশেষ লক্ষ্যনীয়ঃ আমল ও শাফাআত

কাজ ও প্রচেষ্টা ইসলাম ধর্মে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আর তাই আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَ أن لَيْس لِلانسان إلا مَا سعَى

মানুষ যা কিছু করবে তারই প্রতিফল সে পাবে।[২] অতএব মানুষ চেষ্টা করে যা অর্জন করে তার চেয়ে অধিক কিছু তার ভাগ্যে জুটবেনা।

অন্য এক আয়াতে তিঁনি বলেন,

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَهُ

অতএব যে কেউ বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে তার পুরষ্কার সে পাবে এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে তার প্রতিদানও সে পাবে।[৩] كلُّ امْرى بمَا كَسب رَهِينٌ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃত কর্মের জন্য দায়ী।[৪]

উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্টভাবে কৃত আমলের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আরেকটি বিষয় যা জানতে হবে তা হল আমল ও শাফাআতের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। আর আমলের শাফাআত করার বিষয়টি উক্ত কর্ম ফলেরই একটি দৃষ্টান্ত। কারণ শাফাআত পাওয়ার জন্য চেষ্টা ও তদবীর থাকা আবশ্যক। অন্য দিকে শাফাআত পাওয়ার

---

[১]। সহিফায়ে সাজ্জাদিয়া, পৃঃ ১৬৫।
[২]। সূরা নাজম-৩৯।
[৩]। সূরা যিলযাল- ৭-৮।
[৪]। সূরা তুর- ২১।

জন্য তার পূর্বশর্ত সমূহ ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উসিলা ব্যতীত শাফাআত পাওয়া সম্ভব নয় এবং তাদের সান্নিধ্য অর্জন করতে হলে তাকওয়া ও পরহেজগার হতে হবে। অতএব ফলাফল দাঁড়ায় যে, শাফাআত ঠিক মানুষের সেই আমলেরই প্রতিচ্ছবি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাফাআত পাওয়ার শর্তাবলী

১। ইমান

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও ইমামদের দুশমনি থেকে বিরত থাকা

শাফাআত পাওয়ার শর্তাবলী

ধর্মের আলোকে শাফাআত প্রার্থীদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যার ফলে তাদের প্রতি শাফাআত প্রযোজ্য হবে। এ পর্যায়ে আমরা সে সব শর্তাবলীর প্রতি ইশারা করব।

প্রথমতঃ শাফাআত প্রার্থীগণকে ইমানদার হতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার শাফাআত সে সব ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যারা তাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন শিরক করেনি।"[১]

এই হাদীস মোতাবেক মুশরিক ও কাফেরদের জন্য শাফাআত প্রযোজ্য হবেনা। কোরআনের আয়াতও এ বিষয়কে সত্যায়ন করে।

فى جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سلككمْ فى سقَرَ قَالُوا لَمْ نَك مِنَ الْمُصلِّينَ وَ لَمْ نَك نُطعِمُ الْمِسكِينَ وَ كنَّا نخُوض مَعَ الخَائضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّب بيَوْم الدِّين حَتى أَتَانا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شفَاعَةُ الشافِعِينَ

বেহেশত বাসীরা সেখান থেকে দোজখ বাসীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলবে তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিপতিত করেছে? তারা বলবে আমরা নামাজ পড়তামনা, অভাব গ্রস্থকে আহার্য দিতামনা, আমরা ভ্রান্ত লোকদের সাথে সমালোচনা করতাম। আমরা সেই দিনকে (কেয়ামতের দিনকে) অস্বীকার করতাম। আর এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের মৃত্যু হয়। অতএব শাফাআত কারীদের শাফাআত তাদের জন্য কোন উপকারে আসবেনা।[২]

---

[১]। সুনানে ইবনে মাজাহ, খণ্ড-২, পৃ: ১৪৪০, মুসনাদে আহমদ ১/২৮১।

[২]। সূরা মুদ্দাসসের, ৪০- ৪৮।

وَ جُنُودُ إِبْلِيس أَجْمَعُونَ قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسوِّيكُم بِرَب الْعَالَمِينَ وَ مَا أَضلَّنَا إِلا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَ لا صدِيقٍ حَمِيمٍ

ইবলিশের দলভূক্ত সকলেই যখন কথা কাটাকাটি করতে থাকবে তখন বলবে, আল্লাহর কসম আমরা স্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিলাম, কারণ আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য মনে করতাম। আমাদেরকে দৃস্কৃতকারীরাই গোমরাহ করেছিল, অতএব আমাদের কোন শাফাআত কারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।[১]

দ্বিতীয়তঃ রাসূলের খান্দানের দুশমন ছিলনা

অন্য একটি বৈশিষ্ট্য যা শাফাআত প্রার্থীদের জন্য থাকা প্রয়োজন তা হল শাফাআত কারীরা তাদের জীবনে রাসূলের আহলে বাইতের সাথে কোন রকম দুশমনি করেনি। এ সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ একটি সহীহ হাদীস লক্ষ্য করুন:

মুমিনগণ তাদের বন্ধুদের জন্য শাফাআত করবেন তবে তারা আহলে বাইতের দুশমন ছিলনা (কারণ আহলে বাইতের দুশমন শাফাআত পাবেনা) এবং যদি তারা নাসেবী (যারা পবিত্র ইমামদের দুশমন) হয় তাহলে যদি সকল নবী রাসূল ও ফেরেশতাগণও তাদের জন্য শাফাআত করে তবুও কবুল হবেনা।

ইমাম সাদিক (আঃ) বলেন,

"যদি সমস্ত ফেরেশতা ও আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণ নাসেবী (যারা পবিত্র ইমামদের দুশমন) দের জন্য শাফাআত করে তবুও তা কবুল করা হবে না।[২]

---

[১]। সূরা শোয়ারা, আয়াত -৯৫- ১০১।

[২]। মাহাসিন বারকী, পৃ: ১৮৪।

তৃতীয়তঃ নবীর সন্তানদের কোন রকম কষ্ট দেয়নি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"যখন আমি সেই মাকামে মাহমুদে অধিষ্টিত হব তখন আমার উম্মতের জন্য শাফাআত করব এবং তা কবুল করা হবে। আল্লাহর কসম যারা আমার বংশের লোকজনদের কষ্ট দিয়েছে তাদের জন্য শাফাআত করবনা।"[১]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"ওহে প্রিয় হুসাইন, অতিশীঘ্রই তোমাকে এমন অবস্থায় দেখব যে তোমার রক্ত টগবগিয়ে গড়াতে থাকবে, আমার জালিম উম্মতগণ তোমার শিরচ্ছেদ করবে তুমি তৃষ্ণার্ত থাকবে কিন্তু তোমাকে তারা পানি দিবেনা। এত কিছুর পরেও তারা আমার শাফাআতের আশা পোষন করবে! আল্লাহ তালা তাদের কপালে আমার শাফাআত রাখেনি।"[২]

চতুর্থতঃ নামাজের প্রতি অবহেলা করেনি

ইমাম সাদিক (আঃ) মৃত্যুর সময় সংক্ষিপ্ত ভাবে বলেন, "যে নামাজের প্রতি অবহেলা করবে তারা আমাদের শাফাআত পাবেনা।"[৩]

পঞ্চমতঃ নবী রাসূলদের শাফাআতকে অস্বীকার করেনি।

ইমাম আলী (আঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর শাফাআত কে অস্বীকার করবে সে তাঁর শাফাআত পাবেনা।"[৪]

---

[১]। আমালীয়ে সাদুক, পৃঃ ১৭৭।
[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৪৪, পৃঃ ৩২৮।
[৩]। উসুলে কাফি, খণ্ড- ৬, পৃঃ ৪০০।
[৪]। আমালীয়ে সাদুক, পৃঃ ৫-৭।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে কেউ আমার শাফাআতের প্রতি অবিশ্বাস করবে তার ভাগ্যে আমার শাফাআত জুটবেনা।"[১]

ষষ্ঠতঃ প্রতারক ও ধোকাবাজ নয়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"যে কেউ আরবদের সাথে খেয়ানত করবে সে আমার শাফাআত থেকে কোনরূপ ফল ভোগ করবে না।"[২]

বিশেষ পয়েন্ট: এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীনি ভাইদের সাথে খেয়ানত করলে তা শাফাআতের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এবং উল্লেখিত হাদীসে ব্যবহৃত আরব শব্দটি তারই উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

সপ্তমতঃ মদখোর নয়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর কসম যারা মদখোর তাদের জন্য আমার শাফাআত থাকবেনা এবং তারা আমার হাউজের (হাউজে কাউসার) কাছে আসতে পারবেনা।"[৩]

অষ্ঠমতঃ জেনাকারী নয়।

ইবনে শাবল হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সাদিক (আঃ) এর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, এক

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮ পৃ: ৩৪, হাদীস নং- ৪।
[২]। মসনদে আহমদ, ১/৭২।
[৩]। মসনাদে আহমদ খণ্ড- ১, পৃ: ৭২।

মুসলমান ব্যক্তি তার চাকরানীর সাথে খেয়ানত করেছে, কিভাবে সেই পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে?

ইমাম বললেন, "অবশ্যই সেই চাকরানীর মালিকের কাছ থেকে অনুমোদন চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে সে অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে সম্মতি না দেয়, কি হবে?

ইমাম বললেন, "নিরূপায় হয়ে জেনাকারী অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।"

বললাম তাহলে অবশেষে জাহান্নামে যাবে!

বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও আমাদের শাফাআতের মাধ্যমে তোমরা মুক্তি পাবে তবে কি পূনরায় তোমরা পাপে লিপ্ত হবে?![১]

আল্লাহর কসম, আমাদের শাফাআত এরূপ গুনাহগার ব্যক্তির জন্য পৌঁছবেনা যতক্ষণ সে আজাব ভোগ না করবে এবং দোজখের ভয়াবহতা না দেখবে।[২]

একটি প্রশ্নঃ

এমন কিছু হাদীস আছে যে, স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যারা বিন্দু পরিমাণ ঈমানের অধিকারী হবে তারাও শাফাআতের অধিকারী হবে, যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"শাফাআতকারীগণ শাফাআত করবে যারা অন্তত পক্ষে তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান পোষন করবে।"[৩]

এখন প্রশ্ন হলঃ এই হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে কিভাবে সামনজস্য রাখে?

জবাবঃ কাফের, মুশরিক এবং যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও ইমামদের সাথে দুশমনি করে

---

[১]। উসুলে কাফি, খণ্ড- ৬, পৃঃ ৪০০।

[২]। উসুলে কাফি, খণ্ড-৫, পৃঃ ৪৬৯।

[৩]। মসনাদে আহমদ খণ্ড- ৩, পৃঃ ৩৪৫।

তারা চিরদিনই জাহান্নামে থাকবে, কারণ তারা শাফাআতের উপযোগী নয়। কিন্তু এসব ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য পাপী ব্যক্তিরা কিছুকাল আজাব ভোগ করার পর সম্ভাবনা রয়েছে শাফাআত পাবে ঠিক যেমন ইমাম সাদিক (আঃ) বলেছেন, "জেনাকারীরা দোজখের ভয়াবহতা অনুধাবন এবং শাস্তি ভোগ করার পর শাফাআত পাবে যদি তাদের অন্তরে ঈমান থাকে এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা।" এ থেকে বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীস দুটির মাঝে কোন বিরোধ নেই। উক্ত ব্যক্তিরা (ঈমানদার অথচ পাপী) কিছুকাল দোজখের শাস্তি ভোগ করলেও অবশেষে শাফাআতের মাধ্যমে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। ঠিক যেমন ইমাম রেজা বলেছেন, "একত্ববাদী গুনাহগার ব্যক্তিরা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবেনা, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এবং শাফাআত পাবে।"[১]

ঠিক একই ভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারা অন্তত পক্ষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং বিন্দুমাত্র ঈমান পোষন করবে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।"[২]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, পারিভাষিক অর্থে শাফাআত শুধুমাত্র সেসব ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে যারা শাফাআতের যোগ্য।

একইভাবে শাফাআতের স্থান সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, কেয়ামতের দিন দোজখে প্রবেশের পর অর্থাৎ এমন সম্ভাবনা আছে যে, শাফাআতের যোগ্য কিছু কিছু ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামের ভয়াবহতা অনুধাবন ও আজাব ভোগ করার পর (এমনকি তা দীর্ঘকাল ধরেও হতে পারে) শাফাআত পেতে পারে।

---

[১]। উয়ুনু আখরারে রেজা, খণ্ড- ২, পৃঃ ১২৫।
[২]। মসনাদে আহমদ খণ্ড- ৩, পৃঃ ৩৩৫।

এখন এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করব, যেগুলো শাফাআতকে ত্বরান্বিত করে ও ফলে কিছু কিছু লোকের ভাগ্যে বেহেশত নসীব হয়।

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম **এর বংশধর সন্তানদের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতা।**

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি কেয়ামতের দিন ৪ প্রকার ব্যক্তিদেরকে শাফাআত করব।

(১) যে ব্যক্তি আমার সন্তানদেরকে ভালবাসবে।

(২) যে ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনিয়তা পূরণ করবে।

(৩) যে ব্যক্তি তাদের কোন কাজ করার সময় নিজের অসহায় অবস্থা সত্বেও চেষ্টা করে থাকে তা পালন করার জন্য।

(৪) যে ব্যক্তি তার ভাষা ও অন্তর দ্বারা তাদেরকে ভালবাসে।[১]

২। যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম **এর প্রতি দরুদ পড়ে।**

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পড়ে ও বলে যে হে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন তোমার সান্নিধ্য দান কর। তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়।"[২]

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ উপরোক্ত হাদীস দুটিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কিছু কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন যে, শাফাআত করা হবে। তবে এমন নয় যে, সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য

---

[১]। উয়ুনু আখবারে রেজা, খণ্ড- ২, পৃঃ ২৪। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃঃ ৪৯।

[২]। মসনাদে আহমদ খণ্ড- ৪, পৃঃ ১০৮।

কাউকে তিনি শাফাআত করবেন না। বরং উপরোক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সেদিন তিনি উল্লেখিত ব্যক্তিদের সবার আগে শাফাআত করবেন যাতে তারা দোজখের আজাব থেকে অতি শীঘ্র নাযাত পায়।

সপ্তম অধ্যায়

শাফাআত ও ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারণা

শাফাআত সম্পর্কে ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারণা সমূহের মূল

ওহাবীদের ধারণা মতে যারা নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য নবী রাসূল, অলি আউলিয়া ও ফেরেশতাদের উসিলা ধরে শাফাআত কামনা করে, তাদের এই কাজকে শিরক বলে মনে করে এবং বিশ্বাস পোষন করে থাকে যে, মুসলমানরা এভাবে নবী রাসূল, অলি আউলিয়া ও ফেরেশতাদের এবাদত করে থাকে। আর এ কারনেই মুহাম্মদ ইবনে তাই মিয়া[১] আব্দুল ওহাব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে শাফাআত কামনা করাকে জায়েয মনে করে না এবং নিজস্ব এ ধারনাকে প্রমাণ করার জন্য দলিল প্রমাণাদিও পেশ করেছে। সত্য ও সঠিক বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করার জন্য আমরা সর্ব প্রথম তাদের দলিলাদি পেশ করব এবং অতঃপর তার জবাব দেব।

প্রথম আপত্তি

ওহাবীরা বলে থাকে নবী রাসূল ও ওলি আউলিয়াদের কাছে শাফাআতের আবেদন করা শিরক। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব বলেন, "একাজ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোও কাছে আবেদন করা) এক প্রকার শেরকী এবাদত এবং যে ব্যক্তি এমন কথা বলে (আম্বিয়াদের কাছে

---

[১]। ইবনে তাই মিয়ার জীবনীতে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

শাফাআতের আবেদন করে) তারা তাদের এবাদত করেছে।"[১]

জবাবঃ

একত্ববাদী ও মুশরিক ধারণা নির্ভর করে মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্ম তৎপরতার উপর, অর্থাৎ যদি তারা বিশ্বাস করে থাকে যে, শাফাআতকারীগণ আল্লাহর সমতুল্য এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছামত যাকে খুশি শাফাআত করতে পারে, এমতাবস্থায় ছোট খাট আবেদনও শিরকের সমতুল্য এবং সে ব্যক্তি মুশরিক।

কিন্তু ইমামিয়া গোত্রসহ সকল মুসলিম সম্প্রদায় শাফাআত কারীগণকে (নবী রাসূল ও অলি আউলিয়াদের কে) আল্লাহর খাটি বান্দা বলে মনে করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় ব্যক্তি বলে বিশ্বাস করেন। অতএব এ বিশ্বাস মতে তাদের কাছে শাফাআতের আবেদন করা কোন মতেই শিরকের সমতুল্য নয়।

দ্বিতীয় আপত্তিঃ

ওহাবীরা বলে থাকে যে, নবী রাসূলদের কাছে শাফাআতের প্রার্থনা করা মূর্তি পূজা করার শামিল। মূর্তি পূজারীগণও তাদের মূর্তির কাছে শাফাআত কামনা করে। বড় একজন ওহাবী আলেম 'সানআনী' বলেন, "মুশরিকদের এবাদতের একটি উদাহরণ হল মূর্তি পূজা। তাদের এমন ধারনা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যানদের কাছে শাফাআতের আবেদন করা) আল্লাহর কাছে নবী রাসূলদের এবাদতের সমতুল্য।

---

[১]। আল হাদিয়াতুস সুন্নিয়্যাহ, পৃঃ ৪২।

জবাবঃ

জনাব 'সানআনী' মুসলিমদের বিশ্বাস ও মুশরিকদের বিশ্বাস এর মাঝে যে কিয়াস করেছে তা সঠিক নয়। কারণ মূর্তি পূজারীদের আকিদা বিশ্বাসমতে মূর্তিরা আল্লাহর সমতুল্য অথবা আল্লাহর কিছু কিছু কাজ যেমন শাফাআত ও মাগফেরাত তাদের হাতে অর্পিত হয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মূর্তিদের কোন ক্ষমতা নেই যার বলে তারা শাফাআত করবে কারণ যে সব পাথর, কাঠ ও মাটির দ্বারা স্বহস্তে মুশরিকরা সেই মূর্তি ও প্রতিমা তৈরি করে থাকে তা সবই স্বয়ং আল্লাহ তালার সৃষ্টি, এবং এসবকে শাফাআত করারা জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। যারা তাদের পূজা করে মূলত আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অলি আউলিয়া ও নবী রাসূলদের কাছে শাফাআতের আবেদন করার কারণ হল তারা আল্লাহ তালার খাটি বান্দা, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছে এবং স্বয়ং আল্লাহ তালাই তাদের শাফাআত করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। এই ক্ষমতা আল্লাহরই দান এবং এমন কাজের দ্বারা আল্লাহর এবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়না (বরং শাফাআত প্রার্থীগণ আল্লাহর এবাদতে অত্যধিক মনযোগী হয়)।[১]

তৃতীয় আপত্তিঃ

ওহাবীরা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহর কাছে শাফাআতের আবেদন করতে হবে তার সৃষ্টির কাছে নয়। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব এ ব্যাপারে বলেন, "সব ধরনের শাফাআত একমাত্র আল্লাহর অধিকার, অতএব তাঁর কাছে শাফাআতের আবেদন কর। তাই আমি (শাফাআতের আবেদনের পেক্ষিতে) বলে থাকি যে, হে আল্লাহ তাঁর (নবীর)

---

[১]। কাশফুল এরতিয়াব।

শাফাআত থেকে আমাকে বঞ্চিত করনা। তাকে আমার জন্য শাফাআতকারী নির্দিষ্ট কর। এরূপ অন্যান্য বাক্য সমূহ।[১]

অতঃপর তিনি নিজের ধারণাকে প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি যুক্তি হিসেবে পেশ করেন,

أَمِ اتخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شفَعَاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شيْئاً وَ لا يَعْقِلُونَ قُل لِّلَّهِ الشفَعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْك السمَوَتِ وَ الأَرْض ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে শাফাআত কারী বানিয়েছে? তাদেরকে বল. সকল শাফাআত একমাত্র আল্লাহরই জন্য। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। অতঃপর সকলে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।[২]

জবাবঃ

কোন আলেম ও মোফাস্সেরই উক্ত আয়াতের (তাফসীর প্রসঙ্গে তার মত) এমন মত ব্যক্ত করেননি।

আল্লামা তাবারসি উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মুজাহিদ এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াতের لِّلَّهِ الشفَاعَةُ جَمِيعاً অংশের অর্থ হল, কোন ব্যক্তিই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত শাফাআত করবেনা।

আল্লামা জামাখশারি বলেন, لِّلَّهِ الشفَاعَةُ جَمِيعاً অর্থ হল আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত এবং مِن دُونِ اللَّهِ এর অর্থ হল আল্লাহ শাফাআতের মালিক এবং কেহই শাফাআত করার ক্ষমতা পাবেনা যদিনা নিম্নলিখিত ২টি শর্ত না থাকে।

১। তার জন্য শাফাআত করবে যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবে।

২। শাফাআতকারীকে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

---

[১]। মাজমাউল বায়ান, খণ্ড- ৪, পৃঃ ৫০১।

[২]। সূরা জুমার, ৪৩, ৪৪।

আমাদের মতে উক্ত আয়াতটি তাদের বিরুদ্ধে যারা তাদের নিজেদের হাতে গড়া কাঠ, পাথর ও মাটির মূর্তির কাছে শাফাআত কামনা করে। কারণ মূর্তিদের কোন শক্তি নেই শাফাআত করার। আয়াতের لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً অংশের অর্থ হল, শাফাআত করার ক্ষমতা মূলত আল্লাহ তালার হাতে এবং তিনি ছাড়া অন্য যারা শাফাআত করবে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করবে এবং আল্লাহ তালাই তাদেরকে সে ক্ষমতা প্রদান করবেন আর এরূপ মালিকত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহর সমপর্যায়ে (পাশাপাশি) নয় বরং তাঁর নিম্নপর্যায়ে।

চতুর্থ আপত্তিঃ

ওহাবীরা বলে থাকে, দুনিয়াতে কাহারো কাছে শাফাআত প্রার্থনা করা জায়েয নয়। তারা "শেখ রাকাব আল মাগরেবির কাছে লিখিত এক পত্রে লিখেছে, "শাফাআত করা অযৌক্তিক নয় তবে দুনিয়াতে শাফাআতের প্রার্থনা করোনা, তবে করতে পার একমাত্র আল্লাহর কাছে (অন্য কারো কাছে নয়) এবং নবী রাসূল ও অলি আউলিয়াদের মৃত্যুর পর তাদের কাছে শাফাআতের প্রার্থনা করা শিরক।[১]

জবাবঃ

শাফাআত করা এক ধরনের দোয়া। এ কথাকে নিজামউদ্দীন নিশাপুরী স্বীকার করেছেন। তিনি নিম্নলিখিত আয়াতের তাফসীর এসঙ্গে বলেন, من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها "যে ব্যক্তি শাফাআতে হাসানার উসিলা ধরবে সে তার ফল ভোগ করবে।"

আল্লাহর কাছে শাফাআত করা ঠিক একপ্রকার দোয়া অতএব যদি দুনিয়াতে শাফাআত করা হয় (যেহেতু তা এক প্রকার দোয়া) কোন অসুবিধা নেই

---

[১]। কাশফুল এরতিয়ব।

বরং তা আল্লাহর জন্য একটি পছন্দনীয় কাজ।[১] কোরআনের আয়াত ও পবিত্র ইমামদের থেকে বর্ণিত বিভিন্ন দোয়া সম্বলিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কাছে শাফাআত প্রার্থনা করা হয়েছে। আর তাই এটা একটা সুন্নতে পরিনত হয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় আনাস ইবনে মালেক তাঁর কাছে শাফাআতের আবেদন করেছেন। আনাস ইবনে মালেক এ প্রসঙ্গে বলেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আবেদন করেছিলাম যে, কেয়ামতের দিন আমার জন্য শাফাআত করুন তিঁনি বললেন, ঠিক আছে করব। জিজ্ঞেস করলাম: আপনাকে তখন কোথায় পাব? বললেন পুল সিরাতের পাশে।"[২]

সাওয়াদ ইবনে কারেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে একটি সেখানে পড়েন,

তিনি রাসূলের জীবদ্দশায় এবং

তাঁরই কাছে শাফাআতের আবেদন করেন।[৩]

আব্দুল্লাহ রাওয়াহেও রাসূলের কাছে অনুরূপ আরেকটি কবিতা বলেন,

তিনিও এই কবিতার মাধ্যমে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) কাছে শাফাআতের আবেদন করেন।[৪]

উপরোক্ত কবিতা সমূহ যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল তা থেকে বুঝা যায় যে, যদি দুনিয়াতে শাফাআতের আবেদন করা জায়েয না হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম একাজ কে নিষেধ করতেন।

---

[১]। মাকাতেল।
[২]। কাশফুল এরতিয়ব, পৃ: ২৬৩।
[৩]। কামুসউর রেজাল, খণ্ড- ৫, পৃ: ২১।
[৪]। কাশফুল এরতিয়ব।

পঞ্চম আপত্তি:

ওহাবীরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরে শাফাআত প্রার্থনা করাও শিরক। শেখ রাগাব আল মাগবেবিকে লেখা অপর এক পত্রে তারা লিখেছিল:

নবী রাসূলদের মৃত্যুর পর তাদের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করা শিরক।[১]

জবাব:

নবী রাসূল ও অলি আউলিয়াদের মৃত্যুর তাদের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করা যায়েজ সংক্রান্ত যথেষ্ট দোয়া রয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নমূনা উল্লেখ করব।

মুয়াবিয়া ইবনে আম্মর ইমাম সাদিক (আঃ) এর কাছ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে বলা হয় যে, ইমাম তার এক সাহাবীকে বলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন কর যাতে তোমার গুনাহ খাতা মাফ করা হয়।

সুন্নীদের কাছ থেকে বর্ণিত যিয়ারত যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের পাশে পড়া হয় তার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা আমিনি "নাবলালী হানাফী ফিল মারাকি" এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন:

এই যিয়ারত থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পরও তাঁর কাছে শাফাআতের আবেদন করা হয়।[২]

অতএব নবী রাসূলদের মৃত্যুর পরও তাদের কাছে ওহাবীদের বিশ্বাসমতে শাফাআত প্রার্থনা করা

---

[১]। কাশফুল এরতিয়ব।

[২]। আল গাদীর, খণ্ড- ৫, পৃ: ১৩৯।

জায়েয। যদিও ধরে নেই যে, নবী রাসূলদের মৃত্যুর শাফাআত প্রার্থনা করা যায়েজ নয় কিন্তু এমন কাজকে শিরক বলে গন্য করার কোন যুক্তিকতা নেই। তারা সর্বোচ্চ যে দাবীটি করতে পারে তা হলো যে, নবী রাসূলদের মৃত্যুর পর তাদের কাছে শাফাআতের আবেদন করা অযৌক্তিক।

শাফাআত সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের মতামত

ওহাবী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সব মুসলিম সম্প্রদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারতে গমন ও তাঁর কাছে শাফাআতের আবেদনকে (তাঁর জীবদ্ধশায় অথবা ওফাতের পর) যায়েজ মনে করেন উদাহরণস্বরূপ "কাসতালায়ী" আহলে সুন্নাতের এক আলেম বলেন,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত করা যুক্তি সম্মত, (তাঁর কবরের পাশে) অধিক কান্নাকাটি ও দোয়া করা, সাহায্য চাওয়া, শাফাআতের আবেদন করা, তাকে উসিলা করা সবই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত কাজ। [১]

তার মতে ঠিক যেমন "তাহকিক উল বাছিরাহ" এবং "মেসবাহ উল কালাম" গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, নিম্নলিখিত যে কোন স্থান ও সময়ে শাফাআতের আবেদন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের পূর্বেও পরে, তার জীবদ্ধশায়, মৃত্যুর পর, বারজাখে, কেয়ামতের দিবসে অতঃপর অন্যান্য স্থানে।

আল্লামা আমিনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শাফাআতের আবেদন সম্পর্কিত আহলে সুন্নাতের মতামতকে নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করেন।

---

[১]। আল মাওয়াহেব আদ দানিয়্যাহ, খণ্ড- ৮, পৃঃ ৩১৭, আল গাদীর, খণ্ড- ৫, পৃঃ ১৪৪।

১। আল্লাহর কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর বরকত ও উসিলায়

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দোয়ার আবেদন।

তিনি বলেন: উপরোক্ত দু'ভাবে আবেদন করা যে কোন অবস্থাতেই জায়েয।

৩। আবেদন করা হবে নবীর কাছে, এই অর্থে যে, আল্লাহর কাছে আবেদন করার ফলে তিনি শাফাআতের অনুমতি পাবেন এবং একারণে তিনি শাফাআত করতে পারবেন। অবশ্য এ বিষয়টিও দ্বিতীয় বিষয়টির অনুরূপ, কারণ দুই ও তিন নম্বর বিষয়টি বাহ্যিক ভাবে দু'রকম মনে হয় তবে সত্যিকার ভাবে দুটি একই বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে আহলে সুন্নাতের মতেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর পর উভয় স্থানেই জায়েয।

শাফাআতের সম্পর্কে ওহাবী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস পর্যালোচনা ও গবেষনা করার ফলাফল:

অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মত ওহাবীরাও শাফাআতের ঘটনাকে স্বীকার করেছেন, ঠিক যেমন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব বলেন, "যদি বলা হয়, তুমি কি নবীকে অস্বীকার কর এবং তাঁর শাফাআত সম্পর্কে নারাজ? বলে দাও, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কে ও তাঁর শাফাআতকে অস্বীকার করিনা, বরং আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি শাফাআত করবেন এবং আমার নসীবে তাঁর শাফাআত হবে বলে মনে করি।

তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তাদের পার্থক্য হল যে, তারা বলে থাকে একমাত্র আল্লাহর কাছে শাফাআতের আবেদন করতে হবে কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আবেদন করা শিরক।

একইভাবে আলেম সম্প্রদায়ের মতামত পর্যালোচনা করার পর স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাফাআতের আবেদন ও দোয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শাফাআতের আবেদন করলে কোন অসুবিধা নেই যেমন যদি কেহ এভাবে বলে:

হে আল্লাহর রাসূল শাফাআত করুন।

অথবা اللهمّ ارزقني شفاعته হে আল্লাহ তার শাফাআত আমার জন্য নসীব কর।

একইভাবে কোন পার্থক্য নেই যে সে নিজে আবেদন করে অথবা কারোও উসিলা ধরে আবেদন করে, তাঁর জীবদ্দশায়, অথবা মৃত্যুর পর। তবে ইতিহাসের ৭ম শতাব্দীতে ইবনে তাইমিয়া চিরারিত এ বিষয়কে অস্বীকার করেছেন এবং ৮ম শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব তার সাথে একাত্বতা প্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা পোষন করছি যে, আমাদের উপস্থাপিত যুক্তি ও প্রমানাদী অধ্যয়ন করার পর শাফাআতের সত্যিকার বিষয়টি নীতিবান লোকদের জন্য বোধগম্য হবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শাফাআতের আবেদন করা কোন রকম শিরক নয়। তবে কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যারা বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি শাফাআতের আবেদন করবে তার রক্তপাত করা হালাল।

অষ্টম অধ্যায়

শাফাআত সম্পর্কিত আপত্তিমূলক

প্রশ্নাদী ও জবাব সমূহ

শাফাআত সম্পর্কিত আপত্তিমূলক প্রশ্নাদী ও জবাব সমূহ

প্রথম প্রশ্নঃ

শাফাআতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, মানুষের মনে অহঙ্কার ও গুনাহ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং ফরজ কাজ সমূহ পালনে নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ করে। কারণ শাফাআতের সুবিধা ভোগ করার প্রতি বিশ্বাসের ফলে মনে করে থাকে যে, তাকে আর শাস্তি দেয়া হবে না।

জবাবঃ

কোরআনের আয়াত সমূহ শাফাআতের বিষয়কে সার্বিকভাবে নির্দেশনা প্রকাশ করে কিন্তু এমন কোন দলিল নেই যে, কোন ব্যক্তি বলতে পারবে যে, তাকে অবশ্যই শাফাআত করা হবে। অতএব কেউ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবেনা যে, তাকে শাফাআত করা হবে এবং সে অবশ্যই দোজখের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে শাফাআতের স্থানও কারো জন্য নির্দিষ্ট নয় যে, কেয়ামতে অথবা জাহান্নামের কোন পর্যায়ে তাকে শাফাআত করা হবে? উদাহরণ স্বরূপ একটি "হাদীসে হাসানা" যেখানে ইমাম (আঃ) বলেন, "দোযখে প্রবেশ করে কিছু কাল শাস্তি ভোগ করার পর (কিছু লোক) শাফাআতের মাধ্যমে মুক্তি পাবে।"

ওসমান ইবনে ঈসা, ইবনে মাকান এর কাছ থেকে, সে আবি বাছিরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছ থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, "একদল লোক

জাহান্নামে জ্বলবে ও একটি পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর শাফাআতের সুবিধা ভোগ করবে।"[১]

ইমাম বাকের (আঃ) বলেন, "দোজখে অবস্থানকারী কাফের ও মুশরিকরা তাদের পার্শবর্তী একত্ববাদীদের দিকে লক্ষ্য করে বলবে যে তোমাদের একত্ববাদীতা তোমাদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনেনি, তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই আমরা উভয়েই সমান (সম আজাবের অধিকারী)।

তখন আল্লাহ তালা সেই একত্ববাদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, শাফাআত কর। অতএব আল্লাহ যাকে চাইবেন তার জন্য ফেরেশতারা শাফাআত করবে। [২]

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে, এমন অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চত শাফাআতের সুবিধা মানুষের উদ্ধত করতে পারেনা কারণ, মানুষের ক্ষমতা নেই এক মূহুর্ত জাহান্নমের আগুন ও আজাবকে সহ্য করবে। অতএব সে গুনাহ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতে বাধ্য।

অন্য দিকে সে সকল মহান ব্যক্তিবর্গ যারা দ্বীন ও ধর্মকে দুনিয়াতে প্রতিষ্টিত করার জন্য এসেছিলেন তাদের পক্ষ থেকে তাদের অনুসারিদের জন্য এমন একটি আশার বানি থাকা প্রয়োজন যে তারা সুপারিশ করে তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং মুমিনরা তাদের শাফাআতের আশা পোষন করবে এবং আশার দরজা তাদের জন্য সর্বদাই উম্মুক্ত থাকবে।

---

[১]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃঃ ৩৬১।
[২]। বিহারুল আনোয়ার, খণ্ড- ৮, পৃঃ ২৭৯।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

গুনাহগার ব্যক্তি তওবার মাধ্যমে আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারে, তাহলে শাফাআতের আর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

জবাব

আল্লাহ তালা তওবা ও শাফাআত যা গুনাহ ক্ষমা করার দুটি পন্থা উভয়ের প্রত্যেকটি বিষয়কে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছেন, তওবা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

অনুতাপ, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসা ও শয়তানের নাকে মুখে মাটি মেখে দেয়ার কারণে তওবা কবুল করা হয়। অন্যদিকে শাফাআত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অলি ও আউলিয়াদের শাফাআত কবুল করার কারণ হল আল্লাহ তালা তাদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।

তৃতীয় প্রশ্নঃ

আল্লাহ তালা ওয়াদা দিয়েছেন যে, গুনাহগারদের শাস্তি দিবেন। যদি শাফাআতের মাধ্যমে গুনাহগার মুক্তি পায় তাহলে তা আল্লাহর ওয়াদার সাথে সামনজস্যহীন।

فَلَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَ لَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً

আল্লাহর সুন্নত ও পদ্ধতিতে কোন রকম পরিবর্তন ও পরিশোধন দেখতে পাবেনা[১]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর সুন্নত ও পদ্ধতিতে কোনরকম পরিবর্তন হবেনা।

জবাব

আপত্তিকারীগণ ধারণা করেছেন যে, আল্লাহর সুন্নত ও পদ্ধতি শুধুমাত্র গুনাহগারদের আজাব

---

[১]। সূরা ফাতির, ৪৩।

দেয়ার মধ্যেই নিহিত এবং শাফাআতের মাধ্যমে যদি তা ক্ষমা করা হয় তাহলে তা আল্লাহর আইনের ব্যতিক্রম। কিন্তু আল্লাহর সুন্নত ও পদ্ধতি শুধুমাত্র তাঁর বান্দাদের শাস্তি ও হুমকির মধ্যেই সীমিত নয় বরং শাফাআতের মাধ্যমে গুনাহখাতা ক্ষমা করা তাঁরই নিশ্চিত এক সুন্নত ও পদ্ধতি যা উপযুক্ত সময় ও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ তালার রহমত ও মাগফেরাতের মত অনেক গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো শাফাআতের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।

চতুর্থ প্রশ্নঃ

শাফাআত কারীদের শাফাআত আল্লাহর ইচ্ছার উপর এক ধরনের প্রভাব বা ক্ষমতা প্রদর্শন স্বরূপ কারণ শাফাআতকারীরা চায় তাদেরকে (গুনাহগারদেরকে) আজাব থেকে মুক্তি দিতে যাদেরকে আল্লাহ তালা চান শাস্তি দিতে।

জবাবঃ

শাফাআত কারীদের শাফাআত তখনই গ্রহনযোগ্য হবে যখন আল্লাহ তালা তাতে অনুমতি দিবেন। কিন্তু যদি শাফাআতকারী আল্লাহর ইচ্ছার উপর প্রভাব ফেলতো তাহলে আল্লাহর অনুমতির প্রয়োজন হতো না, বরং তা অনুসরণ করতে আল্লাহ তালা বাধ্য থাকতেন। মূলত বাস্তবে তার বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ, যদি এমন হতো যে শাফাআতকারী তার অধিনস্ত কারো কাছে সুপারিশ করবে যার উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু শাফাআত এমন নয় কারণ শাফাআত শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে গ্রহনযোগ্য। অতএব তা আল্লাহর ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা।

পঞ্চম প্রশ্ন

আল্লাহর ভালবাসা অফুরন্ত, আর যদি শাফাআত থেকেই থাকে তবে কেন, সব মানুষ শাফাআতের সুবিধা ভোগ করবেনা?

জবাব

"সব মানুষ শাফাআতের সুবিধা পাবেনা" এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী সীমিত। মূলতঃ এর অর্থ হল অন্য লোকজন তাদের নিজেদের দূর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণেই শাফাআত পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পারেনা কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে, কারণ ঐ লোক বেচেঁ থাকার যোগ্যতা ও ক্ষমতা হাড়িয়ে ফেলেছে এতে ডাক্তারের অপারগতা প্রকাশ পায়না।

মূলতঃ প্রত্যক মানুষই পারে শাফাআত পাওয়ার যোগ্যতা ও শর্তসমূহ অর্জন করতে এবং যার ফলে সে খোদায়ী রহমত ভোগ করতে পারবে।

ষষ্ট প্রশ্নঃ

শাফাআতকারীদের ভালবাসা ও মহব্বত কী আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসার চেয়ে বেশি? যদি তাই না হয় তাহলে কেন শাফাআত কারীদের উসিলায় আল্লাহর রহমতের প্রয়োজন হবে?

জবাবঃ

এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর রহমত অন্য সকলের চাইতে বেশি, কিন্তু তিনিই চেয়েছেন যে, তাঁর মহব্বত তাদের উসিলায় আসবে যাতে খোদায়ী রহমতের পাশাপাশি আল্লাহর কাছে শাফাআত কারীদের অবস্থান ও মর্যাদা মানুষ কাছে স্পষ্ট হয়

এবং এই উসিলায় মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করবে এবং সফলতার চাবি অর্জন করবে।

উপসংহারঃ

আমরা সবাই অবশ্য জীবন চলার পথে তাকওয়া (খোদাভীতি) অর্জন ও গুনাহ খাতা থেকে বিরত থাকবো। কারণ তখনই শাফাআত পাওয়া সম্ভব যদি ঈমানন্দার অবস্থায় (যে অবস্থায় আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন) মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর সাক্ষাতে মিলিত হব। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যদি অধিক গুনাহ করা হয় অথবা কবিরা গুনাহ করা হয় তাহলে তা ঈমানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে এবং যদি সে অবস্থায় তওবা না করেই কেহ মুত্যু বরণ করে তাহলে তার জন্য পরকাল অত্যন্ত কঠিন হবে। অতএব মানুষ মাত্রই সর্বদা ভয় ও আশা নিয়ে বেচেঁ থাকতে হবে (ভয় এ কারণে যে, হয়তো শাফাআত নসীবে হবেনা, আশা এজন্য যে, যদি শাফাআত পাওয়া যায় তাহেলে পরকালে ধন্য হওয়া যাবে)।

কোরআন হাদীসের উল্লেখিত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, শাফাআত অবশ্যই গুনাহগারদের জন্য কিন্তু কেহই নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেনা যে, তার কপালে শাফাআত থাকবে এবং জাহান্নামের সব রকম আজাব থেকে সে শাফাআতের মাধ্যমে মুক্তি পাবে। অতএব, আমরা সবাই সর্বদা তাকওয়া (খোদাভীতি) অর্জন করার চেষ্টা করব এবং অপকর্ম ও গুনাহ থেকে বিরত থাকবো। কারণ গুনাহের কারণে ঈমান দূর্বল হয় এবং অন্তর মলিন হয়ে যায়, অধিকন্তু কিছু কিছু গুনাহ শিরক করারও কারণ হয়ে দাড়ায়।

الحمد لله الذي على ما هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا ان هدانا الله

গ্রন্থ পরিচিতি

১। পবিত্র কোরআন মজিদ
২। আল্ মোসনাদ, আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু-২৪১ হিঃ)।
৩। আস্ সাহীহ্, মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, (মৃ-২৫৬ হিঃ)।
৪। আস্ সাহীহ, মোসলেম ইবনে হেজাজ কাশিরী, (মৃ-২৬১ হিঃ)।
৫। সাহিফাতু সাজ্জাদিয়্যাহ, ইমাম আলী ইবনে হুসাইন জয়নুল আবেদীন (আঃ)।
৬। সুনানে তিরমিযি, আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযি, (২০৯- ২৭৯ হিঃ)।
৭। সুনানে ইবনে মাজাহ, মোহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ কাজভিনি (২০৭- ২৭৫ হিঃ)।
৮। উয়ূনে আখবারে রেজা, শেখ সাদুক (মৃঃ ৩৮১ হিঃ)।
৯। নাহ্জ উল বালাগাহ শারিফ রাযী (মৃ- (৪০৬)।
১০। আওয়ায়েল উল মাকালাত, শেখ মুফিদ, মোহাম্মদ ইবনে নো'মান (৩৩৬- ৪১৩ হিঃ)।
১১। আমালি, শেখতুসী, মোহাম্মদ ইবনে হাসান, (৩৫৮- ৪৬০হিঃ)।
১২। তাফসীরে মাজমাউল বায়ান ও জামেউল জাওয়ামে, শেখ তাবারসী আল ফাজল ইবনে হাসান ইবনে ফাজলে তাবারসী (৪৭০- ৫৩৮ হিঃ)।
১৩। আল বাবউল হাদী আশার, আল্লামা হিল্লি, হাসান ইবনে ইউসুফ মোতাহ্হার (৬৪৮- ৭২৬ হিঃ)।
১৪। বিহার উল আনোয়ার, আল্লামা মোহাম্মদ বাকের মাজলিসি (মৃঃ ১১১১ হিঃ)।
১৫। হাক্কুল ইয়াকিন, সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ শাব্বির (মৃঃ ১২৪২ হিঃ)।
১৬। কাশফুশ শাহাব, মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব, (১মৃঃ ২০৬ হিঃ)।
১৭। তাফসীর উল মিনার, মুহাম্মদ রাশিদ রেজা, (মৃ-১৩৫৪ হিঃ)।
১৮। তাফসীরে জাওয়াহের, তানতাভী।
১৯। আল গাদীর, আব্দুল হোসাইন আহমাদ নাজাফী আল আমিনী (১৩২০- ১৩৯০ হিঃ)।
২০। আল মিজান ফি তাফসীরুল কোরআন, তাবা তাবায়ী, সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হোসাইন (মৃঃ ১৪০২ হিঃ)।
২১। মাফাহিমূল কোরআন, উস্তাদ জাফর সোবাহানী।
২২। উসুলে কাফী, শেখ কুলাইনি, মোহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব (মৃঃ৩২৯ হিঃ)।
২৩। তাফসীরে ফখরে রাযী, মোহাম্মদ ইবনে আতিব (৫৪৪- ৬০৬ হিঃ)।
২৪। কাশফুল এরতিয়াব, সাইয়্যেদ মোহসেন আমিন।

((و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمين))